Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Srabon 23, 1433 Bangla, August 07, 2026, Friday, No. 213, 56th year

H I G H L I G H T S

PM Tarique Rahman has directed to formulate comprehensive action plan to curb pollution in rivers surrounding Dhaka with a view to gradually extending similar measures to rivers across country.
(Jago News: 31)

PM's Defence Adviser has said, migration governance is no longer an issue of economy, employment or labour markets but an integral component of national security amid evolving geopolitical realities.
(Jago News: 31)

Election Commission has announced schedule for presidential election, with nomination papers to be submitted by 13 August & Voting will be held on August 20 at Jatiya Sangsad session hall.
(Jago News: 27)

Power, Energy & Mineral Resources Minister has said, gas supply across country is expected to return to normal within next two to three days as Floating Storage & Regasification Unit has resumed operations.
(BBC: 03)

Information and Broadcasting Minister has called on everyone to be extremely vigilant so that there is no need to break chains of subjugation in independent country again. (Jago News: 28)

Bangladesh has expressed outrage over fugitive Sheikh Hasina's live media interaction in New Delhi, saying the event was affront to country's sovereignty & detrimental to development of harmonious bilateral relations with India. (BBC: 07)

July Uprising Memorial Museum, which has been at the center of discussion for a long time, has been opened to the public. (Jago News: 25)

Education ministry has announced that no admission test will be held for class-1from 2027 academic year, confirming that lottery-based admission system for entry-level students will continue.
(Jago News: 21)

High Court has directed health secretary to issue circular instructing all public-private hospitals, clinics across country to provide immediate treatment to people injured in road accidents. (R. Today: 35)

Pakistan's Foreign Ministry spokesperson has rejected allegations of its Inter-Services Intelligence agency interfering in Bangladesh calling the accusations entirely baseless. (BBC: 03)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ২৩, বাংলা ১৪৩৩, আগস্ট ০৭, ২০২৬, শুক্রবার, নং-২১৩, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকার পার্শ্ববর্তী নদীগুলোর দূষণ রোধে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা পর্যায়ক্রমে সারাদেশের নদীগুলোতেও সম্প্রসারিত করা হবে। (জাগো নিউজ: ২৮)

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বলেছেন, পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা এখন আর অর্থনীতি, কর্মসংস্থান বা শ্রমবাজারের বিষয় নয় বরং জাতীয় নিরাপত্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। (জাগো নিউজ: ৩১)

নির্বাচন কমিশন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ই আগস্ট এবং ২০শে আগস্ট জাতীয় সংসদ অধিবেশন কক্ষে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। (জাগো নিউজ: ২৭)

ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট পুনরায় চালু হওয়ায় আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে দেশজুড়ে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা করছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী। (বিবিসি: ০৩)

স্বাধীন দেশে যেন আর নতুন করে পরাধীনতার শিকল ভাঙার প্রয়োজন না পড়ে, সে লক্ষ্যে সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার আহ্বান তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর। (জাগো নিউজ: ২৮)

নয়াদিল্লিতে গণমাধ্যমের সঙ্গে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার আলাপচারিতায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বাংলাদেশ বলেছে, ঘটনাটি সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা এবং ভারতের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। (বিবিসি: ০৭)

দীর্ঘদিন ধরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ: ২৫)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছে, ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম শ্রেণিতে কোনো ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য লটারিভিত্তিক ভর্তি ব্যবস্থা চালু থাকবে। (জাগো নিউজ: ২১)

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারি করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। (রেডিও টুডে: ৩৫)

বাংলাদেশে পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স সংস্থার হস্তক্ষেপের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র। (বিবিসি: ০৩)

বিবিসি

বাংলাদেশে আইএসআইয়ের ভূমিকা থাকার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান পাকিস্তানের

বাংলাদেশে আইএসআইয়ের ভূমিকা থাকার অভিযোগ পাকিস্তান প্রত্যাখ্যান করে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে তাহির আন্দ্রাবির কাছে শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের মন্তব্য সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হয়। সজীব ওয়াজেদ জয় অভিযোগ করেছিলেন, পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টার-সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই)-কে বাংলাদেশে "অবাধ সুযোগ" দেওয়া হয়েছে। জবাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে ওই বক্তব্য দেখেননি। তবে বাংলাদেশে আইএসআইয়ের ভূমিকা নিয়ে যেকোনো ধরনের ইঙ্গিত তিনি স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, আইএসআই নিয়ে ভারতের "ভীতি" সম্ভবত অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। তবে তিনি জোর দিয়ে বলেন, শেখ হাসিনা ও বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ে পাকিস্তান কোনো মন্তব্য করবে না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয় থেকে দূরে থাকাই পাকিস্তানের নীতি বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাহির আন্দ্রাবির কাছে জানতে চাওয়া হয়, শেখ হাসিনা ও তার ছেলের পাকিস্তান-সংক্রান্ত মন্তব্যের পর ইসলামাবাদ ও ঢাকার মধ্যে কোনো কূটনৈতিক যোগাযোগ হয়েছে কি না। জবাবে আন্দ্রাবি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং তা কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা বা বক্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। মুখপাত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রয়েছে। হস্তক্ষেপ না করার পাকিস্তানের নীতির পুনরুল্লেখ করে তিনি বলেন, শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক বক্তব্য বা তা ঘিরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ইসলামাবাদের কোনো মন্তব্য নেই। তিনি আরও বলেন, যেহেতু ওই বক্তব্য ভারত থেকে দেওয়া হয়েছে, তাই বিষয়টি মূলত বাংলাদেশ ও ভারতের ব্যাপার। মুখপাত্র আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণ বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে সক্ষম। তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌম সিদ্ধান্তের প্রতি পাকিস্তানের শ্রদ্ধার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং বলেন, ইসলামাবাদ বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিকে সমর্থন জানিয়ে যাবে।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

শেখ হাসিনাকে নিয়ে কি দিল্লির অস্বস্তি বেড়েছে?

দিল্লির উপকণ্ঠে গাজিয়াবাদে যে হিন্ডন বিমানঘাঁটি, সেখানে কমার্শিয়াল ফ্লাইট খুব কমই ওঠানামা করে- সামরিক বিমানই বেশি। সদাব্যস্ত দিল্লি এয়ারপোর্টের তুলনায় একেবারে সুনসান, নিরিবিলি- যেন প্রায় 'খেলনাবাটির বিমানবন্দর' এটি। ঠিক দু-বছর আগে এক আগস্টের বিকেলে বাংলাদেশের একটি মিলিটারি এয়ারক্র্যাফটে চেপে রাজধানীর প্রান্তসীমায় এখানে এসেই নেমেছিলেন শেখ হাসিনা- টারম্যাকে গিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল। যদিও সেদিন সকালেও ভারতে শীর্ষ নীতি-নির্ধারকরা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি দিনের শেষে শেখ হাসিনা ভারতের মাটিতেই পদার্পণ করবেন, বিপদগ্রস্ত বিদেশি বন্ধুকে কিন্তু সেদিন সাদরে ও নির্দ্বিধায় আশ্রয় দিয়েছিল ভারত। পরদিন দিল্লির পার্লামেন্ট ভবন অ্যানেক্সে ডাকা সর্বদলীয় বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর ব্যাখ্যা করেছিলেন, কোন পরিস্থিতিতে ও কেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীকে ভারত আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে দিন থেকে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ভারত সরকারের ঘোষিত অবস্থান হলো- শেখ হাসিনার 'নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই' তাকে 'তখনকার মতো' ভারতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। যদিও সেই 'সাময়িক' অবস্থান যে দুবছর বা তারও বেশি সময়ে গড়াবে, তখন তা কেউ ধারণাও করতে পারেননি। তবে এরপর গত দু-বছরে ভারত একাধিকবার প্রকাশ্যে দাবি করেছে, ভারতের মাটিতে অবস্থানকালীন শেখ হাসিনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা আওয়ামী লীগ নিয়ে যে-সব মন্তব্য করছেন বা যে-সব কর্মকাণ্ডে যুক্ত হচ্ছেন, তা তিনি করছেন 'ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটি'তে- তার সঙ্গে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এরপর ৫ আগস্টের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে বুধবার দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে (এফসিসি) যেভাবে শেখ হাসিনা অনলাইনে 'লাইভ' সাংবাদিক সম্মেলনে যুক্ত হন, তা অবশ্যই এই বিতর্ককে একটি আলাদা মাত্রা দিয়েছে।

ভারত কীভাবে শেখ হাসিনাকে এই কাজ করতে দিতে পারল, তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সেদিন রাতেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি কড়া বিবৃতি জারি করে। গোটা ঘটনায় বাংলাদেশ যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, তা বোঝা যায় বিবৃতির ভাষা থেকেও। আসলে ভারত যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে দাবি করেছে শেখ হাসিনার এই সাংবাদিক সম্মেলনের সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই এবং সেখানে তিনি যাই বলুন, তাতে ভারত সরকারের কোনো অনুমোদন নেই- ঘটনাপ্রবাহ থেকে বাংলাদেশ কিন্তু ধরেই নিচ্ছে ভারত সরকারই তাকে এভাবে ইন্টার‍্যাক্ট করার অনুমতি দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এফসিসির ইভেন্টে শেখ হাসিনা যা-ই বলেছেন, তা ভারতের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছাড়া বলেননি বলেও বাংলাদেশ মনে করছে। এখন সেটা আসলে বাস্তবতা হোক বা না হোক, শেখ হাসিনাকে নিয়ে ভারতের পর্যায়ক্রমিক ধৈর্যচ্যুতি বা অস্বস্তি বেড়ে চলাটা কিন্তু তাতে মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে না! কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের দফায় দফায় দাবি বা অনুরোধ সত্ত্বেও শেখ হাসিনার মুখে কেন রাশ টেনে ধরা হচ্ছে না? এই প্রশ্নের জবাবে দিল্লিতে শীর্ষ কর্মকর্তারা একান্ত আলোচনায় সব সময়ই বলেছেন, শেখ হাসিনা একজন রাষ্ট্রীয় অতিথি, কোনো রাজনৈতিক বন্দি নন, কাজেই তার ক্ষেত্রে এরকম

বিধিনিষেধ প্রয়োগ করা চলে না। শেখ হাসিনা ভারতে আসার পর থেকে যে জটিল কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, সেটা থেকেও পরিত্রাণ পাওয়ার একটা চেষ্টা যেন গত কয়েক মাসে আরো বেশি করে চোখে পড়ছে। কেন বা কোন কোন কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো- এই প্রতিবেদনে সেটাই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে।

ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কে অস্বস্তির কাঁটা

শেখ হাসিনা যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কে এই মুহূর্তে অস্বস্তির মূল উপাদান, তাতে কোনো সংশয় নেই। এর প্রধান কারণ, জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সময় আন্দোলনকারীদের 'হত্যা করে নির্মূলের নির্দেশ'সহ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের আদালতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া একজন আসামি, যাকে সে দেশের সরকার ফেরত চাইছে। বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ফেরত চেয়ে ভারতের কাছে বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক 'নোট ভার্বাল' পাঠিয়েছিল সেই ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসেই। এরপর আরো বহুবার একই দাবিতে তাগাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই অনুরোধে সাড়া না দিয়ে ভারত কার্যত চুপচাপ বসে আছে, আর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে, সে গঙ্গা চুক্তিই হোক বা বাণিজ্য বিধিনিষেধ, এটা ছায়া ফেলছে। আসলে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা গত দু-বছরে থমকে আছে; আর সেই কথাবার্তা না এগোনোর কারণ হিসেবে দু-পক্ষই শেখ হাসিনার প্রসঙ্গকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করছে। কোনো আলোচনায় অগ্রগতি না হলে বাংলাদেশ এটা বলার সুযোগ পাচ্ছে যে, শেখ হাসিনাকে ফেরত না দেওয়া হলে আসলে আস্থার পরিবেশটাই ফিরবে না বা কোনো অর্থপূর্ণ আলোচনা সম্ভব হবে না। অন্যদিকে ভারত পাল্টা যুক্তি দিচ্ছে, শেখ হাসিনার প্রসঙ্গ আলোচনার বাইরে রেখেই অন্য কথাবার্তা এগিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু বাংলাদেশ সেই সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। ফলে ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক যে কিছুতেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারছে না, ফলে তার একটা বড়ো কারণ শেখ হাসিনা।

ডিব্রিফিং থেকে ডোভালের সরে যাওয়া

ভারতে এই ধরনের বিশেষ পরিস্থিতিতে আসা এরকম বিদেশি অতিথিদের নিয়মিত 'ডিব্রিফিং সেসন' করার রীতি আছে- ১৯৫৯ সালে তিব্বতি ধর্মগুরু দালাই লামাও যার ব্যতিক্রম ছিলেন না। ভারতে থাকাকালীন এই বিদেশি বন্ধুদের সার্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করা, ভারত কোন দৃষ্টিতে বিভিন্ন বিষয় দেখছে, সেটা ব্যাখ্যা করা এবং অতিথিদের কাছ থেকে ঠিক কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে, সেটা বুঝিয়ে বলাই এই ডিব্রিফিংগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতে এসে নামার পর শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে প্রথমে বেশ কয়েকমাস এই ভূমিকা পালন করেছেন অজিত ডোভাল নিজে। ঢাকায় বহু ঘোষিত ও অঘোষিত সফরের সুবাদে শেখ হাসিনার সঙ্গে মি. ডোভালের একটা ভালো ব্যক্তিগত সমীকরণও তৈরি হয়েছিল, ফলে এই প্রক্রিয়াটা চলছিলও বেশ মসৃণভাবে। কিন্তু বিবিসি জানতে পেরেছে, পরে নানা ব্যস্ততার জন্য বা অন্য নানা কারণে মি. ডোভাল এখানে আর ততটা সময় দিতে পারছেন না। মি. ডোভাল অনেকটাই সরে যাওয়ার পর ভারতের ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান তপন ডেকা বা গত মাসে মি ডেকার অবসরের পর বর্তমান প্রধান মহেশ দীক্ষিতের কাঁধে এই দায়িত্ব এসে পড়েছে বলেও এই প্রতিবেদক নিশ্চিত হতে পেরেছেন। দিল্লির চোখে শেখ হাসিনার গুরুত্ব যে আর আগের মতো অতটা নেই, অনেক পর্যবেক্ষকই বলছেন এটা তার একটা প্রমাণ।

শেখ হাসিনার 'একগুঁয়েমি'?

ওয়াকিবহাল মহল আরও বলছেন, দিল্লিতে নামার পর প্রথম দিন থেকেই শেখ হাসিনার প্রত্যাশা ছিল- বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনে ভারত তাকে সাহায্য করবে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্তরে ভারতের সম্পর্কও ঐতিহাসিক, ফলে তাতে ভারতও যে খুব একটা নিমরাজি ছিল সেটাও নয়। কিন্তু ভারতের স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে আভাস মিলছে, সেই লক্ষ্যে দিল্লি গত দু'বছরে যা-ই প্রস্তাব দিয়েছে, তিনি সেটা মানতে চাননি। উদাহরণস্বরূপ, ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের স্ট্র্যাটেজি কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে ভারতের পরামর্শ শেখ হাসিনার মনঃপূত হয়নি বলেই দিল্লিতে কর্মকর্তারা আভাস দিচ্ছেন। এমনকি দলের নেতৃত্বে সামান্যতম বা সাময়িক কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাবও দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগের 'নেতৃত্বের' ভার তার বা তার পরিবারের বাইরে কারও হাতে অল্প সময়ের জন্যও যাক, এটা নাকি তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর এই অনড় মনোভাব ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ভারতের কর্মকর্তাদেরও বিরক্ত করেছে বলেও তথ্য পাওয়া গেছে।

পরীক্ষিত বন্ধু থেকে অস্বস্তির বোঝা?

আস্থাভাজন বিদেশি বন্ধুরা বিপদে পড়লে বা তাদের জীবনসংকটের মতো পরিস্থিতি হলে আশ্রয় দেওয়াটা ভারতের দীর্ঘদিনের নীতি, শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও সেটাই অনুসৃত হয়েছিল। দালাই লামা বা সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ নাজিবুল্লাহর পরিবার 'হোস্ট কান্ট্রি' ভারতের সব 'চাওয়া-পাওয়ার' সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। কিন্তু শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক সেভাবে কাজ করেছে- তা বলা যাবে না। মানে দালাই লামা যেভাবে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির একটি সফল 'হাতিয়ার' হয়ে উঠতে পেরেছেন, শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। অর্থাৎ 'অ্যাসেট' বা সম্পদ হিসেবে নয়, তার ক্ষেত্রে বরং 'লায়াবিলিটি ফ্যাক্টর' বা বোঝা হয়ে দাঁড়ানোর বিষয়টাই বেশি বড়ো হয়ে উঠেছে বলে দিল্লিতে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। আঞ্চলিক জিওপলিটিক্সের বাস্তবতাও শেখ হাসিনাকে নিয়ে দিল্লির অস্বস্তি

বাড়িয়েছে। শেখ হাসিনাকে ভারতে ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে, তা আজও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, হয়ত দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে ল্যুটিয়েন্স জোনে বা শহরের অন্য কোথাও। তবে যেখানেই থাকুন, তিনি আছেন সসম্মানেই- এটা নিয়ে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ ১০ আগস্ট

আগামী ১০ আগস্ট ২০২৬ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক সৈয়দ আক্তারুজ্জামানের স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এর আগে, গত মাসের ২০ জুলাই এসএসসির ফলাফল প্রকাশের কথা থাকলেও পরে তা পিছিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, এই বছরের ২১ এপ্রিল থেকে ২০ মে পর্যন্ত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা চলে। এরপর ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় এ বছর পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ লাখ ৫৭ হাজারের বেশি। গত সোমবার বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ফলাফল প্রাপ্তির নিয়মাবলি পরবর্তীতে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

তনু হত্যা মামলায় সাবেক সেনা সদস্য হাফিজুরের জামিন স্থগিত করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

বাংলাদেশের কুমিল্লার আলোচিত তনু হত্যা মামলার আসামি সাবেক সেনা সদস্য হাফিজুরের জামিন স্থগিত করে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালত। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পর আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক এ আদেশ দেন। অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, চেম্বার আদালতের আদেশ অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাফিজুর আত্মসমর্পণ না করলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হবে। আবেদনের ওপর পরবর্তী শুনানির জন্য আগামী রোববার চেম্বার বিচারক তারিখ নির্ধারণ করেছেন বলেও জানান অ্যাটর্নি জেনারেল। প্রসঙ্গত, এই বছরের ২২ এপ্রিল রাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জ থেকে হাফিজুর রহমানকে গ্রেফতার করে পিবিআই। তনু হত্যার দীর্ঘ ১০ বছর পর তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে ২ আগস্ট বিচারপতি জাফর আহমেদ ও বিচারপতি সাথিকা হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ তার ছয় মাসের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন। একইসঙ্গে তাকে কেন স্থায়ী জামিন দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন বেঞ্চ। হাইকোর্টের ওই আদেশের পর ৪ আগস্ট সন্ধ্যায় কুমিল্লা কারাগার থেকে মুক্তি পান হাফিজুর। এনিয়ে গণমাধ্যমে খবর প্রচারের পর আজ এই নির্দেশনা এলো। ২০১৬ সালের ২০ মার্চ কুমিল্লা সেনানিবাস এলাকা থেকে সোহাগী জাহান তনুর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী ছিলেন এবং সেনানিবাসের একটি বাসায় প্রাইভেট পড়াতে যেতেন। সেই বাসার পাশে একটি জঙ্গলে তার মরদেহ পাওয়া যায়। তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় বলে পুলিশের ধারণা করছিলো।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

দুই দেশের সম্পর্ক কোনদিকে যাবে 'সিদ্ধান্তটা ভারতকে নিতে হবে' : শামা ওবায়েদ

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক কোনদিকে যাবে, সে বিষয়ে ভারতকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ। বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নত হোক, সেটা দুই দেশের জনগণ আর সরকার চায় বলেই তিনি বিশ্বাস করেন। "কিন্তু ভারতের মাটিতে বসে স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী, সাজাপ্রাপ্ত আওয়ামী লীগের লোকজন এবং প্রধান যদি এই ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে, আর সেটা যদি ভারত সরকার এই মুহূর্তে বন্ধ না করে, তাহলে অবশ্যই সেটা বাংলাদেশের মানুষের জন্য একটা উদ্বেগের জায়গা তৈরি করে।" দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক বহুমাত্রিক এবং নানা ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা প্রয়োজন উল্লেখ করে তিনি বলেন, "সিদ্ধান্তটা ভারতকে এখন নিতে হবে। তারা স্বৈরাচারী, ফ্যাসিবাদী, সাজাপ্রাপ্তদের বক্তব্য দিতে দিবে কি না এই সিদ্ধান্ত ভারতকে নিতে হবে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

মির্জা ফখরুলই কি বঙ্গভবনের নতুন বাসিন্দা হচ্ছেন?

বঙ্গভবনের নতুন বাসিন্দা হতে পারেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। রাষ্ট্রপতি পদে তাকেই প্রার্থী মনোনীত করার ব্যাপারে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা রয়েছে বলে দলটির দায়িত্বশীল একাধিক নেতা জানিয়েছেন। যদিও আগে অনেকের নাম আলোচনায় এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিএনপি মহাসচিব ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নামই দলটিতে গুরুত্ব পাচ্ছে। বিএনপির নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের একজন নেতা বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তাদের দলের শীর্ষ নেতা এরই মধ্যে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের কারও কারও সঙ্গে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনীত করার প্রশ্নে আলোচনা করেছেন। এ আলোচনা থেকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরেরই দল থেকে মনোনীত হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের ওই নেতা। বিএনপি এবার একজন রাজনীতিবিদকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত

করতে চায়; আর তা হতে হবে দলের ভেতর থেকে। দলটির নেতারা এমন অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়ে আসছিলেন। সেই অবস্থান থেকেই রাষ্ট্রপতি পদে বিএনপি মহাসচিবের নামই বিবেচনায় এসেছে বলে জানান এর নেতাদের অনেকেই। এ বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করেছে। বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এমন প্রেক্ষাপটে সংসদের প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী কোনো প্রার্থী দিচ্ছে না। ফলে বিএনপির প্রার্থীই নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের শাসনের সময় দলটির মনোনয়নে নির্বাচিত ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তার মেয়াদের দেড় বছরের মতো সময় বাকি থাকতেই পদত্যাগ করেন গত ২৪শে জুলাই। তার পদত্যাগের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এখন নির্বাচন কমিশন আগামী ২০ অগাস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে।

মির্জা ফখরুলই কেন বিবেচনায়?

বিএনপিতে একজন পরীক্ষিত নেতা হিসেবে পরিচিতির পাশাপাশি দলটির বাইরে রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং জনগণের মাঝে মি. আলমগীরের ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে মনে করে দলটি। এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্ব তাদের দলের মহাসচিবকে সম্মান দিতে চাইছে বলে বলছেন দলটির নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের একাধিক নেতা। তাদের মতে, ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের সময়টাতে দমন-পীড়ন, নির্যাতনে বারবার বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল বিএনপি। দলটির শীর্ষ নেতা খালেদা জিয়াকে বয়সের শেষ প্রান্তে কারাগারে থাকতে হয়েছে। তাদের আরেক শীর্ষ নেতা তারেক রহমান ছিলেন লন্ডনে নির্বাসিত জীবনে। শীর্ষ দুই নেতার অনুপস্থিতিতে লম্বা সময় ধরে বিএনপির সংকটে এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে দেশের ভেতরে মি. আলমগীরই ছিলেন দৃশ্যমান মূল নেতৃত্বে। বিএনপি শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বিবিসি বাংলাকে বলেন, লন্ডনে নির্বাসনে থেকেই তারেক রহমান তাদের দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু দেশে রাজনীতির মাঠে থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করা এবং বিএনপিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে মি. আলমগীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পেয়েছিলেন। মি. আলমগীরের এ ভূমিকাকে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ইতিবাচক হিসেবে মূল্যায়ন করেন বলে দলটির একাধিক নেতা বলছেন। তারা বলছেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব এবং পরে মহাসচিব হিসেবে দলের ভেতরে-বাইরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরে যে অবস্থান তৈরি হয়েছে, সে প্রেক্ষাপটে তাকে সম্মান দেওয়ার বিষয় বিভিন্ন সময় আলোচনায় এসেছে তাদের দলে। একইসঙ্গে তারা বলছেন, বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী যদিও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু অতীতে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বা সাংবিধানিক সংকটে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন রাষ্ট্রপতি। এছাড়া জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন মাসের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফেরত আনা হয়েছে। অতীতে সেই সময়ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল রাষ্ট্রপতির ভূমিকা। এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখেও বিএনপি সরকার এবার দলের ভেতর থেকে সক্রিয় রাজনীতিবিদকে রাষ্ট্রপতি করার অবস্থান নিয়েছে বিএনপি। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকে মি. আলমগীর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

যাদের নাম আলোচনায় এসেছে

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়া আরও অনেকের নাম আলোচনায় ছিল গণমাধ্যমে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে। তারা হলেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, ড. মঈন খান এবং নজরুল ইসলাম খান। এছাড়া ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের নামও আলোচনায় ছিল। তাদের মধ্যে মি. আলমগীরের নাম যে গুরুত্ব পাচ্ছে, সেক্ষেত্রে দুই ধরনের বিশ্লেষণও রয়েছে বিএনপিতে। দলটির কেউ কেউ মনে করেন, মি. আলমগীরের এতদিনের ভূমিকার জন্য তাকেই বঙ্গভবনের বাসিন্দা করে সম্মানিত করা উচিত। আবার অনেক নেতা মনে করেন, বঙ্গভবনের বাইরে বিএনপি সরকারে মি. আলমগীরের মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের প্রয়োজন আছে। সেখানে ঘাটতি হতে পারে বলে তাদের যুক্তি। এদিকে, বিএনপির নীতি-নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠকে দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মনোনয়নের। তিনি শিগ্গিরই সিদ্ধান্ত দেবেন বলে দলটির সূত্রগুলো বলছে।

প্রার্থী দেবে না বিরোধী দল জামায়াত

বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধানে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন বলে বলা আছে। ফলে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বিএনপি যাকে প্রার্থী মনোনয়ন করবে, তিনিই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। এই বিষয়কে উল্লেখ করে কোনো প্রার্থী না দেওয়ার কথা বলছে জামায়াত। কারণ তারা প্রার্থী দিলে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ নেই। প্রার্থী না দেওয়ার বিষয়ে বিবিসির সঙ্গে আলাপকালে এই যুক্তিই তুলে ধরেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে সরকারি দল বিএনপি সংসদের বিরোধী দলগুলোর কোনো মতামত নিচ্ছে না। যদিও বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদের শাসনের পতনের পর সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একবারই ১৯৯১ সালে সংসদে ভোটাভুটি হয়েছিল। তখন জাতীয় সংসদে সরকারি দল বিএনপি প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী পেয়েছিলেন ৯২ ভোট।

প্রার্থী একাধিক না হলে ভোটের প্রয়োজন নেই

নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে। তফসিল অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট, যাচাই-বাছাই ১৬ই আগস্ট, আর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৮ আগস্ট। আইন অনুযায়ী, নির্বাচনি কর্মকর্তা নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র যাচাই করবেন। প্রার্থী একজন হলে এবং যাচাইয়ে তার মনোনয়নপত্র বৈধ বিবেচিত হলে কমিশন তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করবে। তবে, একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হলে নির্বাচনের জন্য তাদের নাম ঘোষণা করবে কমিশন। তখন সংসদ অধিবেশন না থাকলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন হলে স্পিকার সাতদিন আগে বৈঠক আহ্বান করতে পারেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

'রাষ্ট্র ও শৃঙ্খলা বিরোধী অপতৎপরতায় জড়িত' শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্র ও শৃঙ্খলা বিরোধী অপতৎপরতায় লিপ্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে প্রচলিত নিয়মে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন "ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি" গঠন করেছে। বৃহস্পতিবার রেজিস্ট্রার দপ্তর থেকে ডেপুটি রেজিস্ট্রার খন্দকার মোয়াজ্জেম হোসেনের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. হাছান মিয়া বিবিসিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক সংগঠনকে সক্রিয় করার লক্ষ্যে দেশের ২২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০৪ জন শিক্ষকের অপতৎপরতা সংক্রান্ত একটি সংবাদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। "এ ধরনের কর্মকাণ্ড দেশের প্রচলিত আইন, বিচারিক প্রক্রিয়া এবং রাষ্ট্র ও শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের শামিল। নিষিদ্ধ সংগঠনের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হওয়া এবং শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ।" বিশ্ববিদ্যালয়টির সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সবসময় মুক্তবুদ্ধির চর্চা, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সাংবিধানিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আড়ালে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাষ্ট্র ও শৃঙ্খলা বিরোধী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়সহ গোটা দেশকে অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হলে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে এ ধরনের কর্মকান্ডে জড়িত থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা, নৈতিক অবস্থান এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

নয়াদিল্লী বাংলাদেশের জনগণের প্রতি চরম অসম্মান ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে : এনসিপি

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনাকে মিথ্যা, বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ ছড়ানোর সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে নয়াদিল্লী বাংলাদেশের জনগণের ন্যায়বিচারের আকাঙ্ক্ষা, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং জাতীয় মর্যাদার প্রতি চরম অসম্মান ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে। এই বক্তব্য দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি। ৫ আগস্ট ভারত থেকে শেখ হাসিনার দেয়া বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার এনসিপি নিজেদের ফেসবুক পাতায় পোস্ট করা এক প্রেস বিবৃতিতে ওই বক্তব্য দিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, "এ ঘটনায় নয়াদিল্লী তার বাংলাদেশ নীতি আবারও স্পষ্ট করেছে যে, তারা বাংলাদেশের বা বাংলাদেশের জনগণের সাথে নয়, তারা তাদের তাবেদার আওয়ামী লীগের সাথে সম্পর্ক দিয়েই বাংলাদেশকে দেখতে চায়।" শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের কাছে আসামী প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দ্রুত ফিরিয়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছে এনসিপি। একইসঙ্গে এনসিপি বলেছে, শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে আদালতের রায় কার্যকরের লক্ষ্যে যথেষ্ট কার্যকর, দৃশ্যমান ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ সরকার। দলটি বাংলাদেশ সরকারের জবাবদিহিও দাবি করেছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

শেখ হাসিনাকে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার সুযোগ দেওয়ায় বাংলাদেশের ক্ষোভ

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে গণমাধ্যমের সাথে সরাসরি মতবিনিময় করার সুযোগ দেওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। 'ওই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও দেশের জনগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে ওই বিবৃতিতে। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে ভারতে রয়েছেন। তবে গত দুই বছরের মধ্যে ভার্চুয়ালি হলেও এই প্রথম তিনি সাংবাদিকদের সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি এই অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন এমন সময়ে, যখন বাংলাদেশে ৫ আগস্ট ঘিরে সরকারিভাবেই নানারকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতিতে বলেছে, "এই আয়োজন বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠনের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, সে বিষয়ে ভারত সরকারকে আগেই উদ্বেগ জানানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এমন একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ায় ঢাকা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে।" এর আগে, বুধবার সন্ধ্যায় ভারতের রাজধানী দিল্লির প্রেসক্লাবে ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব অব সাউথ এশিয়ার আয়োজিত একটি সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সরাসরি বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি আবারও জানান যে, তিনি বাংলাদেশে ফিরে যাবেন। ডিসেম্বর নাগাদ তিনি ফিরে যাবেন বলে জানালেও কোনো

সুনির্দিষ্ট তারিখ জানাননি। এর কিছু পরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পাতায় রাত ১১টা নাগাদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "'এমন এক দিনে ভারতীয় মাটিতে শেখ হাসিনার এই মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হলো, যখন বাংলাদেশের মানুষ জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালন করছে। এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত এবং জুলাই বিপ্লবের শহিদদের প্রতি চরম অবমাননাকর।" সেখানে আরো বলা হয়, "জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে এ দেশের মানুষ দৃঢ় অঙ্গীকার করেছে যে, আমাদের জাতি আর কখনোই ফ্যাসিবাদের সেই অন্ধকার দিনে ফিরে যাবে না এবং বাংলাদেশ কখনোই কোনো অনুগত বা আশ্রিত রাষ্ট্র হবে না। দণ্ডপ্রাপ্ত গণহত্যাকারী হাসিনা ও তার মাফিয়া চক্রের কোনো স্থান বাংলাদেশের রাজনীতিতে আর কখনোই হবে না।" "সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং জাতীয় মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে ভারতের সাথে একটি গঠনমূলক, পারস্পরিক সুবিধাজনক ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় বাংলাদেশ," বলা হয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে। "কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর জন্য ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশের বারবার অনুরোধে এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। উল্টো যে-কোনো অজুহাতে তাকে গণমাধ্যমের সাথে প্রকাশ্যে মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া এ দেশের মানুষের অনুভূতিতে চরম আঘাত হেনেছে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসংহত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকর," বলা হয়েছে ওই বিবৃতিতে। এর আগে, মঙ্গলবার এই সংবাদ সম্মেলনের বিষয়ে সাংবাদিকরা আগেভাগে অভিমত জানতে চেয়েছিলেন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়ালের কাছে। তার কাছে প্রশ্ন ছিল, বুধবার যে সম্মেলনে শেখ হাসিনার বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে, যা নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এর মধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে, সেই বিষয়ে ভারতের অবস্থান কী? এর জবাবে মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছিলেন, "যে অনুষ্ঠানের কথা বলা হচ্ছে, সেটি একটি বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজন করা হচ্ছে। এর সাথে ভারত সরকারের কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা নেই। সেখানে প্রকাশ করা কোনো মতামত বা বক্তব্য ভারত সরকার সমর্থন করে না, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।" তার আগের দিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির ভারতের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদীকে বলেছিলেন, বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেউ যাতে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না পারেন, সে বিষয়ে ভারতের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে বাংলাদেশ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

মৃত্যুদণ্ড সত্ত্বেও দেশে ফেরার পরিকল্পনার 'জুয়া' কেন খেলছেন শেখ হাসিনা

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বছরের ডিসেম্বরে দেশে ফেরার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। ২০২৪ সালে সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়া শেখ হাসিনা তার অনুপস্থিতিতে যে বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার দ্বিতীয় বার্ষিকীতে বুধবার দিল্লির জনাকীর্ণ প্রেস ক্লাবে প্রচারিত এক অডিও বার্তায় হাসিনা বলেছেন, তাকে নিজ দেশে "ফিরতেই হবে", তবে তিনি এখনই তার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা তারিখ ঘোষণা করবেন না। এদিকে, তার অনুপস্থিতিতে তার দল আওয়ামী লীগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং ঢাকার একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গত বছর বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়ার দায়ে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পর ভারতীয় কর্মকর্তাদের ওপর তাকে প্রত্যর্পণের চাপ বাড়ছে। দিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে গতকাল সাংবাদিকদের সঙ্গে হাসিনার ভার্চুয়াল বৈঠকটি ছিল ১৫ বছরের বেশি সময় প্রধানমন্ত্রী থেকে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর গণমাধ্যমের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ। অডিও লিঙ্কের মাধ্যমে তিনি বক্তব্য দেন, এবং বক্তব্য শেষে সাংবাদিকদের কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ফিরলে তার যে-কোনো কিছুই ঘটতে পারে, কিন্তু তবুও তাকে 'ফিরতে হবে'। বক্তৃতায় তিনি অভিযোগ করেন যে, কয়েকটি সংগঠন ২০২৪ সালের ছাত্র বিক্ষোভকে 'সহিংস আন্দোলনে' পরিণত করেছিল, তবে এ বিষয়ে তিনি কোনো প্রমাণ দেননি।

বাংলাদেশে যে-সব অভিযোগে তিনি দণ্ডিত হয়েছেন, সেগুলোকে তিনি বরাবরই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করে আসছেন। তবে জাতিসংঘের তদন্তকারীরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, তিনি ও তার সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পরিকল্পিত প্রাণঘাতী সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিবিসি আই'য়ের যাচাই করা একটি ফোনালাপের অডিওতে শেখ হাসিনাকে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী দমন-পীড়নের অনুমোদন দিতে শোনা গেছে। তার অপরাধ প্রমাণে এবং তাকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে প্রসিকিউটরেরা ওই রেকর্ডিংকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেন। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন হিসেবে শুরু হয়ে পরে সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেওয়া ওই বিক্ষোভে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে ও বিভিন্ন সংঘাতের ঘটনায় সর্বোচ্চ ১,৪০০ জন নিহত হয়েছেন। প্রবল বিক্ষোভের মুখে ৫ আগস্ট, ২০২৪-এ ৭৮ বছর বয়সি হাসিনা ঢাকা থেকে ভারতে যান, এরপর হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ও অফিসসহ বিভিন্ন

সরকারি ভবনে ঢুকে পড়ে। এতে ১৭ কোটির বেশি মানুষের দেশটি গভীর রাজনৈতিক সংকটে পড়ে। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরপরই বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ক্ষমতায় আসে এবং দলটির নেতা তারেক রহমান এখন দেশটির প্রধানমন্ত্রী। নতুন সরকার এরই মধ্যে স্থানীয় গণমাধ্যমকে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রকাশ বা সম্প্রচার না করার সতর্কবার্তা দিয়েছিল। হাসিনার বক্তব্যের পর বাংলাদেশের সরকার জানিয়েছে, গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভারত শেখ হাসিনাকে সুযোগ দেওয়ায় তারা "ক্ষুব্ধ"। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, "আমাদের জনগণ দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আমাদের দেশ আর কখনও ফ্যাসিবাদের অন্ধকার সময়ে ফিরে যাবে না এবং বাংলাদেশ কখনোই কোনো করদ রাষ্ট্র হবে না।" দিল্লিতে হাসিনার উপস্থিতি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কে চাপ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ তার প্রত্যর্পণ চায়, আর ভারত বলছে তারা বিষয়টি পর্যালোচনা করছে।

শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে কী হতে পারে?

শেখ হাসিনা যদি ঢাকায় ফেরেন, তবে রাজনৈতিক অস্থিরতাসহ নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। ঢাকাভিত্তিক বিশ্লেষক ডেভিড বার্গম্যান বলেছেন, "ব্যক্তিগতভাবে এটি তার জন্য বিশাল ঝুঁকি। তিনি যদি বাংলাদেশে ফেরেন, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গ্রেফতার করা হবে।" ক্ষমতাসীন বিএনপির সমর্থক, ছাত্রদের দল ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি এনসিপি, ইসলামপন্থি নানা গোষ্ঠী এবং অন্যরা হাসিনার সাজা কার্যকরের দাবিতে সমাবেশ করতে পারে। তবে, তিনি দেশে না ফিরলেও আওয়ামী লীগের জন্য ঝুঁকি কম নয়। হাসিনা দেশ ছাড়ার পরপরই দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয় এবং চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে হওয়া সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি। দলটির নেতারা অভিযোগ করেছেন, গণপিটুনি ও সহিংসতায় আওয়ামী লীগের শত শত সমর্থক নিহত হয়েছেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে আরও বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে, সরকার আওয়ামী লীগ সমর্থকদের পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করার যে অভিযোগ রয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাসিনার মন্ত্রিসভার সাবেক মন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের বাইরে অবস্থান করছেন, বিবিসিকে বলেন, "শেখ হাসিনা যদি ফিরে না যান, তাহলে সহিংসতা চলতেই থাকবে এবং তারা আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।" দলের একটি অংশের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে যে, অনেক শীর্ষ নেতা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু মধ্যম সারির নেতা ও সমর্থকদের সম্ভাব্য হামলার মুখে ফেলে রেখেছেন। ডেভিড বার্গম্যান বলেন, "সম্ভবত তাদের উপলব্ধি হয়েছে যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে মিসেস হাসিনার যদি কোনো প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে হয়, তাহলে তাকে বাংলাদেশে ফিরে এসে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই হবে।" হয়ত সে কারণেই মৃত্যুদণ্ডের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ফেরার পরিকল্পনায় বাজি ধরছেন সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

শেখ হাসিনাকে ভারত এই সুযোগ কেন দিলো- প্রশ্ন বিএনপির

বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নয়া দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার সুযোগ দেওয়ায় ভারত সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের অনেকে। দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, "শেখ হাসিনাকে ভারত সরকার গণমাধ্যমে কথা বলার সুযোগ কেন দিলো- এটি আমাদের প্রশ্ন।" জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর থেকে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়ে আছেন। সেই প্রসঙ্গে টেনে মি. আহমদ বলেন, "ভারত তাকে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু সেখানে আশ্রয়ে থেকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নিয়ে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন, তাকে সরাসরি গণমাধ্যমে কথা বলা সুযোগ দেওয়া হলো।" "বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ফাঁসির দণ্ড নিয়ে ভারতে থাকা শেখ হাসিনাকে ভারত সরকার কেন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানোর এই সুযোগ দিলো"-এই প্রশ্নও রাখেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনের পতনের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে নয়া দিল্লিতে দক্ষিণ এশিয়া ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাব (এফসিসি সাউথ এশিয়া) আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অডিও কলে যুক্ত হয়ে বক্তব্য দেন শেখ হাসিনা। সেই সংবাদ সম্মেলনে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। সরকারি দল বিএনপির নেতৃত্বের মাঝেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে বলে দলটির নেতাদের অনেকে বলছেন।

বাংলাদেশে জুলাই আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের জন্য শেখ হাসিনা দুঃখপ্রকাশ বা ক্ষমা চাইবেন কি না, নয়াদিল্লির সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সেই প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন তিনি। ওই সংবাদ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকা তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, জুলাই আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে একপক্ষকে ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে; একপক্ষ দায়মুক্তি পেলে অন্যপক্ষেরও সে অধিকার আছে। দুই বছর আগে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত দলটির নেতাদের কোনো অনুশোচনা না থাকায় বাংলাদেশে বর্তমানে সক্রিয় রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আসছে। বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জুলাই আন্দোলনে তারা (আওয়ামী লীগ সরকার) গণহত্যা চালিয়েছে। কিন্তু তারা এখন পর্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেনি বা ক্ষমা চায়নি। এমনকি তাদের কোনো অনুশোচনা নেই।" "বরং তারা ভারতে আশ্রয় নিয়ে থেকে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাচ্ছে। জনগণ তাদের প্রতি ক্ষুব্ধ," মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মি. আহমদ। দুই বছর আগে শেখ হাসিনার শাসনের পতন হলে সে সময় গঠিত

অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছিল। সন্ত্রাসবিরোধী আইনে সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িত কোনো সত্তার যাবতীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিধান এনে ওই অধ্যাদেশ যুক্ত করা হয়েছিল। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠনের পর এই সরকার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে পাস করে। ফলে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধই থেকে যায়। নয়া দিল্লির সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা তাদের দলের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, "দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগের তদন্ত চলছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দলটির ব্যাপারে বিচার হবে। সংশ্লিষ্ট আইনে সেই বিধান যুক্ত করা হয়েছে।" মি. আহমদ এ-ও বলেন, "বিএনপি নির্বাহী আদেশে কোনো রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে চায় না। কিন্তু আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিয়ে আদালতের সিদ্ধান্তের বিষয়। তারা তো (আওয়ামী লীগ) আদালতে যায়নি। আদালত থেকেই যে সিদ্ধান্ত আসবে, সেভাবেই সরকার কাজ করবে।" একইসাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য হচ্ছে, "জনগণও বিচার করবে। জুলাই আন্দোলনে তারা (আওয়ামী লীগ সরকার) গণহত্যা চালিয়েছে। তাদের দীর্ঘ শাসনে বিরোধী দল ও মতের মানষকে দমন-পীড়ন চালিয়েছে; গুম, খুন করেছে। ফলে তাদের প্রতি জনগণের কোনো আস্থা নেই এবং তাদের ব্যাপারে জনগণও বিচার করবে।"

এদিকে, ভারতের নয়া দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি যুক্ত হতে পারেন, এমন খবর যখন আলোচনায় আসে, তখনই বাংলাদেশের বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। গত সোমবার ঢাকায় ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা দিল্লিতে শেখ হাসিনা যাতে রাজনৈতিক কার্যক্রম না চালায়, সেজন্য ভারত সরকারের সহযোগিতা চান। একই দিনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ভারত সরকারকে এ বিষয়ে অবস্থান 'স্পষ্ট' করতে আহ্বান জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতিকে ঘিরে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন, দুই দেশের সম্পর্ককে স্বাভাবিক করার চেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এছাড়া এরপর মঙ্গলবার আদালতের নির্দেশনা তুলে ধরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে তথ্য বিবরণীতে শেখ হাসিনার বক্তব্য বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রচার না করতে অনুরোধ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য বিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে 'আইনগত ব্যবস্থা' নেওয়ার কথাও বলেছিলেন। যদিও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, সংবাদ সম্মেলনটি বেসরকারিভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। এরসাথে ভারত সরকারের সম্পর্ক নেই। এবং সেখানে যে বক্তব্য আসবে, তা ভারত সরকার সমর্থন করে না। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরও নয়া দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলন হয়েছে এবং তাতে শেখ হাসিনা সরাসরি বক্তব্য ও প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। বিএনপি সরকারের একাধিক সূত্র বলছে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে বক্তব্যই দেওয়া হোক না কেন, তাদের সমর্থন ছাড়া নয়া দিল্লিতে এ ধরনের সংবাদ সম্মেলন করা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করেন। আর সেকারণে বিএনপি সরকারের পক্ষ থেকে ও দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের মধ্য থেকেও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া এসেছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

৫ সেপ্টেম্বর থেকে বিভাগগুলোয় লংমার্চ কর্মসূচি দিয়েছে জামায়াত-এনসিপির জোট

জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে বিভাগভিত্তিক লংমার্চ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্য। জ্বালানি তেল ও গ্যাস-সংকট, বিদ্যুতের ভূতুড়ে বিল ও মূল্যবৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির অভিযোগে বৃহস্পতিবার ঢাকায় আয়োজিত এক অবস্থান কর্মসূচি থেকে জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপিসহ জোটের শীর্ষ নেতারা আনুষ্ঠানিকভাবে এই কর্মসূচির কথা জানান। অবিলম্বে গণহত্যার বিচার বাস্তবায়ন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, সংকীর্ণ দলীয়করণ বন্ধ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যুৎ, তেল ও গ্যাস সংকট নিরসনের দাবিতে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তারা। ঘোষণা অনুযায়ী, ৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম সড়কপথে, ১৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে রংপুর, ১০ অক্টোবর ঢাকা থেকে খুলনা, ২৪ অক্টোবর ঢাকা থেকে সিলেট রেলপথে লংমার্চ এবং ১৪ নভেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশ করা হবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

হরমুজ প্রণালি নিয়ে ওমানের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে- জানালো ইরান

ওমানের সঙ্গে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের একটি রুট নির্ধারণে সমঝোতা হয়েছে এবং চুক্তিটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে জানিয়েছে ইরান। তবে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ অবরোধ ও ইরানের বিরুদ্ধে চলমান হুমকির কারণে শুধু এই চুক্তি নিরাপদ নৌ চলাচলের নিশ্চয়তা দেবে না। এ বিষয়ে এখনো মন্তব্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র বা ওমান। ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর থেকে বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস-এলএনজি পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ পথ হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল কার্যত চলাচল সীমিত করে রেখেছে ইরান। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে বলেছেন, প্রণালিটি দ্রুত খুলে না দিলে ইরানকে "কঠোরভাবে আঘাত" করা হবে। বাঘাই জানান, ওমানের সঙ্গে নতুন রুটের ভৌগোলিক

অবস্থান চূড়ান্ত হয়েছে। পরে উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম গারিবাবাদি বলেন, এটি অস্থায়ী ব্যবস্থা এবং দুই থেকে চার মাস কার্যকর থাকতে পারে। সংঘাতের মধ্যে জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার এশিয়ার লেনদেনে ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম শূন্য দশমিক তিন শতাংশ কমে ব্যারেলপ্রতি ৭৯ দশমিক দুই চার ডলারে নেমেছে। রয়টার্সের তথ্যমতে, ইরান হরমুজ প্রণালি ব্যবহারকারী জাহাজের পণ্যমূল্যের পাঁচ থেকে সাত শতাংশ হারে মূল্য চায়; ওমান প্রায় তিন শতাংশ প্রস্তাব করেছে, আর যুক্তরাষ্ট্র কোনো মূল্য দিতে চায় না। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় উপসাগরে প্রবেশকারী জাহাজের ওপর ইরানের নিয়ন্ত্রণও থাকবে। এর আগে, জুনে যুদ্ধ বন্ধ ও হরমুজ প্রণালি পুনরায় চালুর লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সমঝোতা হলেও তা ভেঙে যায়।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

সরকার গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে : নাহিদ ইসলাম

জ্বালানি তেল ও গ্যাস-সংকট, বিদ্যুতের ভূতুড়ে বিল ও মূল্যবৃদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির অভিযোগে অবস্থান কর্মসূচির পর সচিবালয় অভিমুখে পদযাত্রা করেন জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-সহ ১১ দলীয় ঐক্যের নেতাকর্মীরা। এসময় পুলিশী বাধার মুখে এগোতে না পেরে সচিবালয়ের সামনে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান নেন তারা। এসময় জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান এবং এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বক্তব্য রাখেন। নাহিদ ইসলাম বলেন, তারেক রহমানের সরকার ক্ষমতায় যাওয়ার পর থেকে গত পাঁচ মাসে একের পর এক ওয়াদা ভেঙেছেন। "তারা প্রথম ওয়াদা ভঙ্গ করেছে গণভোটের গণরায় অনুসারে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন না করে। তারা জুলাই সনদ এখনো বাস্তবায়ন করে নাই।" এছাড়া এই সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির 'কৃত্রিম সংকট' তৈরি করেছে বলে দাবি করেন তিনি। এর আগে, অবস্থান কর্মসূচিতে দেওয়া বক্তব্যে নাহিদ ইসলাম বলেন, সরকার পাঁচ মাসে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। "গ্যাস দিতে পারছে না, বিদ্যুৎ দিতে পারছে না, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছে না। কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, একটি কর্মসংস্থানও নিশ্চিত করতে পারে নাই," বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, জুলাই জাতীয় সনদ ও গণভোটের রায় বাস্তবায়নের দাবিতে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে বিভাগভিত্তিক লংমার্চ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে ১১ দলীয় ঐক্য।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

সচিবালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে ১১ দলীয় ঐক্যের নেতাকর্মীদের ধাক্কাধাক্কি

অবস্থান কর্মসূচি শেষে ১১ দলীয় ঐক্যের নেতা-কর্মীরা নিজেদের দাবি-দাওয়া জানাতে সচিবালয় অভিমুখে যাত্রা করলে তাদের আটকে দেন পুলিশ সদস্যরা। এসময় ১১ দলীয় ঐক্যের নেতা-কর্মীদের সাথে পুলিশের ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পরে সেখানেই দাঁড়িয়ে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেন জামায়াতের আমিরসহ ঐক্যের নেতা-কর্মীরা। কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া নেতা-কর্মীরা সাংবাদিকদের সামনে বলেন, তারা আশা করেছিলেন সরকারের প্রতিনিধিরা তাদের কাছে এসে তাদের কথা শুনবেন, কিন্তু তা না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ। এসময় সচিবালয় কেপিআইভুক্ত (গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা) হওয়ায় সেখান থেকে সরে যাওয়ার জন্য তাদের অনুরোধ করেন পুলিশ সদস্যরা। পরে ঘণ্টাখানেকের মতো সেখানে অবস্থান করে সেখান থেকে চলে ১১ দলীয় ঐক্যের নেতা-কর্মীরা।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

দুই-তিনদিনের মধ্যে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হবে : জ্বালানিমন্ত্রী

গ্যাস সংকট স্বাভাবিক হতে দুই থেকে তিনদিনের মতো সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, এখনো ফ্রিজিং চলছে এবং এটা শেষ হয়ে গেলে বিকেল থেকে গ্যাস সঞ্চালন আবার শুরু হবে। "সঞ্চালন শুরু হয়ে গেলে আস্তে আস্তে আমাদের যেখানে প্রেসার যে কমে গেছে, সেটা উন্নত হবে। মোটামুটি যে সমস্যার মধ্যে পড়েছি, সেই মতো উত্তোলন করতে পারবো।" এসময় সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জ্বালানিমন্ত্রী বলেন, গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হতে অন্তত দুই-তিনদিন লাগবে। "এটা বন্ধ হওয়ার আগে যেমন ছিলেন, তেমনই হবে," বলেন তিনি।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

ওবায়দুল কাদেরের কল রেকর্ড ট্রাইব্যুনালে

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরসহ সাতজনের বিরুদ্ধে করা মামলায় দ্বিতীয় দিনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন হয়েছে। এসময় একটি কল রেকর্ড দাখিল করেছে প্রসিকিউশন। রাষ্ট্রপক্ষের দাবি, কল রেকর্ডটি তৎকালীন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ও ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেলে এটি প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

যুক্তরাষ্ট্রের গোলাবারুদের ঘাটতি নেই- দাবি ট্রাম্পের, তথ্য ছড়ানো ব্যক্তিদের কারাদণ্ডের হুমকি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গোলাবারুদের কোনো ঘাটতি নেই। এ ধরনের তথ্য ছড়ানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের হুমকিও দিয়েছেন তিনি। বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের মজুত কমে যাওয়া নিয়ে প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলোর

সমালোচনা করেন। তার দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিশাল পরিমাণ গোলাবারুদ রয়েছে, বিশেষ করে নির্দিষ্ট কিছু ধরনের। তবে এ বিষয়ে তিনি আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি। ট্রাম্প আরও বলেন, "এছাড়া বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হবে। প্রতিরক্ষা খাতের কোম্পানিগুলো আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কারখানা ও উৎপাদন স্থাপনা নির্মাণ করছে।" ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত শুক্রবার ক্যাম্প ডেভিডে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের কাছে গোলাবারুদের ঘাটতি নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুই সূত্রের বরাতে পত্রিকাটি জানায়, ট্রাম্প হেগসেথকে বলেছিলেন, তিনি মনে করেছিলেন গোলাবারুদের ঘাটতির বিষয়টি "সমাধান হয়ে গেছে"। বৃহস্পতিবার ওই প্রতিবেদনগুলোর তীব্র সমালোচনা করে ট্রাম্প লেখেন, "যারা এই রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বক্তব্য ফাঁস করেছে, তাদের বিরুদ্ধে বিচারিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং তারা দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের মুখোমুখি হবে।" সিএনএনও জানিয়েছে, দূরপাল্লার নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্র এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ইন্টারসেপ্টরের ঘাটতি ইরানকে ঘিরে ট্রাম্পের নীতিকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া মার্কিন সামরিক বাহিনী তাদের থাড ক্ষেপণাস্ত্র মজুতের প্রায় ৮০ শতাংশ ব্যবহার করে ফেলেছে। ওয়াশিংটন পোস্ট আরও জানায়, এসব ঘাটতির কারণে ট্রাম্প ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে নতুন কিছু হামলার পরিকল্পনা বাতিল করেন, যদিও তিনি এর আগে দেশটির বিরুদ্ধে "অত্যন্ত কঠোর" হামলার হুমকি দিয়েছিলেন। ট্রাম্প ও পিট হেগসেথের মধ্যে বাকবিতণ্ডার খবরকে "ভুয়া সংবাদ" বলে অভিহিত করেন হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ক্যারোলিন লেভিট। এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লেখেন, "আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও সেক্রেটারি হেগসেথের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিডে ছিলাম। এমন কিছুই ঘটেনি।" পেন্টাগনের প্রধান মুখপাত্র শন পারনেলও ট্রাম্প ও পিট হেগসেথের মধ্যে বিরোধ এবং অস্ত্রের ঘাটতি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলোকে "সম্পূর্ণ মনগড়া" বলে উল্লেখ করেছেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

২৫৬ কোটি টাকা আত্মসাৎ মামলায় সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শেষ পর্যায়ে

শেয়ার কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ২৫৬ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানসহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং দ্রুতই চার্জশিট দাখিল করা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের মুখপাত্র মো. আকতারুল ইসলাম। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমি যেটুকু জানি তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে।" এছাড়াও তিনি জানান, শেখ হাসিনাসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের নামে ৩০৯ কোটি টাকা আত্মসাতের মামলার তদন্তও চলমান রয়েছে; এ সংক্রান্ত নথিপত্র তলব করে বিভিন্ন দফতরে চিঠি দিয়েছে দুদক।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ নারগীস)

টানা বৃষ্টি নিয়ে যা জানালো আবহাওয়া অফিস

আগামী পাঁচদিন দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। বৃহস্পতিবার আবহাওয়াবিদ খো. হাফিজুর রহমানের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এমনটাই জানানা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আগামীকাল রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। এছাড়া সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। পরের তিনদিনও দেশের বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

'ককরোচ জনতা পার্টির' নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন অভিজিৎ দীপকে

দিল্লির যন্তর মন্তরে সাম্প্রতিক আন্দোলনের পর 'ককরোচ জনতা পার্টি' বা সিজেপি দেশব্যাপী জনসংযোগ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। বৃহস্পতিবার নিজের শহর ছত্রপতি সম্ভাজীনগরে সিজেপির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে 'ক্যায়া বোলতি পাবলিক' নামে এই কর্মসূচির ঘোষণা দেন। মানুষের সমস্যাগুলো বোঝার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। চলতি বছরের জুন-জুলাইয়ে নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন শুরু করে সিজেপি। ২৫ জুলাই ধর্মেন্দ্র প্রধানপদত্যাগ করার পর সেই আন্দোলন শেষ হয়। বৃহস্পতিবার দীপকের সঙ্গে দলের মুখপাত্র সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কা ভবিষ্যৎ কৌশল তুলে ধরেন। দীপকে বলেন, তাদের প্রচারে শিক্ষা অগ্রাধিকার পাবে। তার দাবি, স্কুল, কলেজ ও কোচিংয়ের বেতন বেড়ে যাওয়ায় বহু পরিবারের পক্ষে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতি মানুষের আস্থা কমছে এবং ক্ষোভ বাড়ছে। "সকালে মানুষ এক দলকে ভোট দেয়, সন্ধ্যায় সেই জনপ্রতিনিধি অন্য দলে চলে যান। কোথাও ভোট এক সরকারের পক্ষে পড়ে, কিন্তু পরে অন্য সরকার গঠিত হয়। তা না হলে ইডি-সিবিআই ব্যবহার করে দল ভাঙা হয়। এভাবে চলতে থাকলে তা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক," বলেন তিনি। দীপকে নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থার জবাবদিহিতার প্রশ্নও তোলেন। তার অভিযোগ, "আগে ভোটার সরকার বেছে নিত, এখন সরকার ঠিক করছে কে ভোট দেবে। সাধারণ মানুষের মামলার শুনানি বিলম্বিত হলেও প্রভাবশালীদের ক্ষেত্রে দ্রুত, এমনকি মধ্যরাতেও শুনানি হয়।" ঝাড়খণ্ডে জেপিএসসি ও জেএসএসসি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেন, দলটি আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে রয়েছে। একটি প্রতিনিধি দল রাঁচিতে

গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করবে এবং পরে দলের শীর্ষ নেতারাও সেখানে যাবেন। দেশব্যাপী প্রচার নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে দীপকে বলেন, কোনো সংগঠনের নিজস্ব এজেন্ডা থাকা জরুরি, তবে জনগণের মতামতও জানতে হবে। তার দাবি, যন্তর মন্তরের আন্দোলনে অংশ নেওয়া মানুষই শিক্ষা ইস্যুর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন ও বিচারব্যবস্থা নিয়েও কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন। তাই আরও বিস্তৃত জনপরামর্শের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

খালেদা জিয়ার বাসার সামনে বালুর ট্রাক রাখার মামলায় সাবেক যুগ্মসচিব জগলুল পাশার রিমান্ড

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সমাবেশে যোগদানে বাধা দিতে তার গুলশানের বাসার সামনে বালুভর্তি ট্রাক রেখে প্রতিবন্ধকতা, পেপার স্প্রে করার মামলায় সাবেক যুগ্মসচিব সৈয়দ জগলুল পাশার সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন ঢাকার একটি আদালত। আজ ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিদারুল আলম শুনানি শেষে এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। খবর বাসসের। এর আগে, মঙ্গলবার দিকাগত রাত দেড়টার দিকে রাজধানীর বসুন্ধরার বাসা থেকে জগলুল পাশাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে দশ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, ২০১৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর জগলুল পাশাসহ মামলার এজাহারনামীয় ১১১ জন আসামিসহ অজ্ঞাত ২৫০/৩০০ জন মারাত্মক অস্ত্র-সস্ত্রসহ সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার গুলশানের বাসার সামনে সারা দিন অবস্থান করে। তারা বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীদের মারধর করে। খালেদা জিয়া যেন সমাবেশে যোগ না দিতে পারেন সে জন্য রাস্তার উপর ত্রাস সৃষ্টি করে। আরো বলা হয়েছে, পরদিন ২৯ ডিসেম্বর সকাল ৯টার সময় খালেদা জিয়া তার সফরসঙ্গীদের নিয়ে সমাবেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলে আসামিরা রাস্তায় বাধা দেয় এবং বালুর ট্রাকসহ বিভিন্ন ট্রাক রাস্তায় রেখে ব্যারিকেড দেয়। খালেদা জিয়া বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও আসামিরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নিষিদ্ধ পেপার স্প্রে ব্যবহার করে। এতে খালেদা জিয়াসহ তার সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা আহত হন। এ ঘটনায় ২০২৪ সালের ৪ অক্টোবর গুলশান থানায় মামলা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লতিফ হল শাখা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক শরীফুল ইসলাম শাওন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন যেভাবে

বাংলাদেশে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। গত ২৪ জুলাই বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করায় ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৫০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি তার পদে প্রবেশের তারিখ থেকে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করবেন। কোনো ব্যক্তি দুইবারের বেশি রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না। মেয়াদ শেষ, পদত্যাগ কিংবা অভিশংসনজনিত কারণে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হলে এই নির্বাচনের আয়োজন করে থাকে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক কারণ কিংবা গুরুতর কোনো অসদাচরণজনিত কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হতে পারে। সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ সদস্যের ভোটেই নির্বাচিত হন রাষ্ট্রপতি। এক্ষেত্রে কারও বয়স ৩৫ বছরের কম ও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হলে কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একসময় বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি হওয়ার বিধান ছিল। তবে ১৯৯১ সালে পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার পরে সেই পদ্ধতি বাতিল হয়। বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী, এখন দেশটির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদ সদস্যদের ভোটে। নিয়ম অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি 'নির্বাচনী কর্তা' হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হলে স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন।
সংবিধানের ১২৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ অবসানের কারণে পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী ৯০ হইতে ৬০ দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি পদে একক প্রার্থী হলে বিধান অনুযায়ী ভোটগ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। তফসিল ঘোষণার পর সংসদ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তবে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রয়োজনীয় সময়ে যদি অধিবেশন না থাকে, তাহলে নির্বাচন কমিশন স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে প্রজ্ঞাপন জারি করে ভোটগ্রহণের কমপক্ষে সাতদিন আগে অধিবেশন আহ্বান করবে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, আগামী ২০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দাখিলের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট, যাচাই-বাছাই ১৬ই আগস্ট, আর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৮ আগস্ট।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৬.০৮.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

হরমুজ প্রণালির বিষয়ে ওমানের সঙ্গে বিবৃতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে: ইরান

হরমুজ প্রণালির একটি নৌপথ সম্পর্কে ইরান ও ওমান একটি চুক্তির কাছাকাছি পৌঁছেছে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বুধবার বলেছেন, তারা একটি যৌথ বিবৃতি চূড়ান্ত করছেন। তিনি বলেন, উভয় পক্ষ "পথটির ভৌগোলিক স্থানাঙ্কের বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে" এই শর্তে যে "কোনো তৃতীয় পক্ষ এই প্রক্রিয়ায় বাধা দেবে না।" বাঘাই জানিয়েছেন, ইরান প্রযুক্তিগত, নিরাপত্তামূলক এবং অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করেছে। প্রণালিটি বন্ধ হয়ে

যাওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে দায়ী করে তিনি বলেন, এটি তাদের সামরিক আগ্রাসনের ফল। মুখপাত্র উল্লেখ করেন যে, শুধুমাত্র ইরান ও ওমানের মধ্যকার এই সমঝোতা প্রণালিটিতে নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চিত করে না, কারণ যুক্তরাষ্ট্র এখনও নিরাপত্তার একটি হুমকি হয়ে রয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৬.০৮.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসে জুলাই অভ্যুত্থান একটি যুগান্তকারী ঘটনা

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ইতিহাসের জুলাই অভ্যুত্থান একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে। দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ধীরে ধীরে জমে উঠেছিল তা শেষ পর্যন্ত একটি ব্যাপক গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল দীর্ঘশ্বাসনামলে নির্বাচন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রও সংকুচিত হয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তাদের সময়ের উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে নিজেদের সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছে। এই দুই বিপরীত বয়ানের সংঘর্ষের মধ্যেই জুলাইয়ের আন্দোলন নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার সূচনা করে। জুলাই অভ্যুত্থানের মূল আকাঙ্ক্ষা ছিল কেবল সরকার পরিবর্তন নয় বরং রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার জবাবদিহিমূলক শাসন স্বাধীন বিচারব্যবস্থা নিরপেক্ষ নির্বাচন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন এবং নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা। আন্দোলনে অংশ নেয়া বহু মানুষের কাছে এটি ছিল একটি নতুন সামাজিক চুক্তির দাবি। যেখানে ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা দলের নয় বরং জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকবে। সেই কারণেই জুলাইয়ের চেতনা একটি রাজনৈতিক স্লোগান নয় বরং রাষ্ট্র পুনর্গঠনের একটি প্রতিটি ধারণা হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় আসে। বহু মানুষের কাছে এটি ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান। এবং গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক। তবে সরকার গঠনের পর পরই প্রশ্ন উঠে নতুন সরকার কি সত্যিই জুলাই আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের পথে হাঁটছে নাকি কেবল ক্ষমতার পালা বদল ঘটেছে। এই প্রশ্নই দ্রুত রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে চলে আসে। সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় গুলোর একটি হয়ে ওঠে জুলাই চার্টার এবং রাষ্ট্র সংস্কার। সংস্কারের রূপরেখা বাস্তবায়নের গতি এবং রাজনৈতিক অগ্রাধিকার নিয়ে বিভিন্ন মহলে মতভেদ দেখা দেয়। সমালোচকদের একাংশের অভিযোগ বিএনপি কাঠামোগত সংস্কারের বিষয়ে প্রত্যাশিত গতি দেখাতে পারেনি এবং দলীয় রাজনীতির প্রচলিত ধারা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসার লক্ষণও স্পষ্ট নয়। অন্যদিকে বিএনপি ও তাদের সমর্থকদের বক্তব্য হতে পারে যে দীর্ঘদিনের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান সময়ের সাপেক্ষ এবং তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করতে হয়। ফলে সংস্কারের গতি নিয়ে বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে।

একইসঙ্গে এমন অভিযোগ ও সামনে আসে যে সরকার ধীরে ধীরে জুলাই আন্দোলনের ঘোষিত আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে। আন্দোলনে অংশ নেয়া বিভিন্ন ছাত্র নাগরিক সংগঠন এবং ছোট রাজনৈতিক দল মনে করে তাদের উত্থাপিত অনেক দাবি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। তবে এই মূল্যায়ন সর্বজনস্বীকৃত নয়। সরকারের সমর্থকরা দাবি করতে পারেন যে কিছু সংস্কার প্রক্রিয়া চলমান এবং সেগুলোর ফলাফল মূল্যায়ন করতে আরো সময়ের প্রয়োজন। বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের একটি অংশের অভিযোগ তারা সরকারকে গুলের দাবিগুলো বাস্তবায়নে কার্যকর ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে পারেনি। এর ফলে রাজনৈতিক বিভক্তি সংগঠনগত দুর্বলতা এবং কৌশলগত মতপার্থক্য ভূমিকা রেখেছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। ফলে যে ঐক্যবদ্ধ জনশক্তি আন্দোলনের সময় তৈরি হয়েছিল পরবর্তী সময়ে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। অর্থনীতিও নতুন সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান এবং শিল্প উৎপাদনের মত বিষয়গুলো নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত থাকে। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক বাজার, বৈশ্বিক অর্থনীতি, অনিশ্চয়তা এবং অভ্যন্তরীণ নীতিগত সিদ্ধান্ত সব মিলিয়ে অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখা কঠিন হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় জীবনযাত্রার ব্যয় কমবে কিনা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে কিনা। পররাষ্ট্র নীতিতেও বাংলাদেশকে জটিল ভারসাম্য রক্ষা করতে হচ্ছে। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক, সীমান্ত বাণিজ্য পানি বন্টন এবং নিরাপত্তা সহযোগিতার মতো বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে বাংলাদেশকে চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন অংশীদারদের সঙ্গে সম্পর্ক সমন্বয় করতে হচ্ছে। ফলে ভারতের চাপ বা প্রভাব নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থাকলেও বাস্তবে যে কোন সরকারেরই আঞ্চলিক কূটনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। রাজনৈতিক অঙ্গনে আরেকটি আলোচিত বিষয় হলো শেখ হাসিনার সম্ভাব্য দেশে ফেরা নিয়ে গুঞ্জন। এই ধরনের আলোচনা জনপরিসরে থাকলেও এর বাস্তবায়ন নির্ভর করবে আইনগত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক নানা বিষয়ের উপর। এদিকে বিএনপির বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে চাঁদাবাজি, দখল বা সহিংসতার অভিযোগও বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বিতর্কে উঠে এসেছে। এসব অভিযোগ সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা। তবে এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযোগ তদন্ত ও বিচারিক প্রক্রিয়ার ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। একইভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে বিরোধীদল নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের সমালোচনা যেমন রয়েছে তেমনি সরকারের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ নেওয়ার

দাবিও রয়েছে। সব মিলিয়ে দেখা যায় জুলাই আন্দোলনের স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে। অনেকের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি এবং নতুন করে গণতান্ত্রিক প্রত্যাশার জন্ম। আবার অনেকে মনে করে কাঠামোগত সংস্কার, সুশাসন, দুর্নীতি দমন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন এবং আইনের সমান প্রয়োগের মতো মৌলিক প্রশ্নে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এই ভিন্নমুখী মূল্যায়নই বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন। আগামী দিনের বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সংকট হতে পারে রাজনৈতিক মেরুকরণ, অর্থনৈতিক চাপ, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে ধীরগতি এবং জন আস্থার সংকট। যদি রাজনৈতিক শক্তিগুলো পারস্পরিক সংলাপ, জবাবদিহি এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার পথে এগোতে না পারে তবে অস্থিতিশীলতা দীর্ঘায়িত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। অন্যদিকে যদি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বাধীনতা, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দেয়া যায় তাহলে জুলাই আন্দোলনের অনেক আকাঙ্ক্ষাই ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিতে পারে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে কোন একক দল বা নেতার উপরে নয় বরং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং সংবিধান ও আইনের প্রতি সবার অঙ্গীকারের উপর। জুলাইয়ের উত্তরাধিকার তখনই অর্থবহ হবে যখন ক্ষমতার পরিবর্তনের পাশাপাশি জবাবদিহিতামূলক ও অংশগ্রহণমূলক শাসন ব্যবস্থাও শক্তিশালী হবে। (রেডিও তেহরান: ২০৩০ ঘ, ০৬.০৮.২০২৬ রুবাইয়া, এলিনা)

ডয়চে ভেলে

হেজবোল্লা প্রশ্নে চুক্তি ভঙ্গ হওয়ায় লেবাননকে আক্রমণ ইসরায়েলের

ইরান-সমর্থিত হেজবোল্লার কারণে দক্ষিণ লেবাননে আক্রমণ চালাতে 'বাধ্য' হচ্ছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর তরফে এ কথা জানানো হয়েছে। অনলাইনে একটি বিবৃতিতে ইসরায়েলের ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ জানিয়েছে, 'শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করছে হেজবোল্লা। সেই কারণে লেবাননের দক্ষিণে নির্দিষ্ট নিশানায় আক্রমণ চালাচ্ছে আইডিএফ।" এর আগে বুধবারেই আইডিএফ-এর আরবি মুখপাত্র এলা ওয়াওয়েয়া সীমান্তের কাছে মনসুরি গ্রামের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলেন। একটি বিবৃতিতে তিনি লেখেন, "হেজবোল্লার শান্তিচুক্তি ভঙ্গের কারণে আইডিএফ আক্রমণ করতে বাধ্য হচ্ছে। নিজেদের সুরক্ষার জন্য আপনারা উত্তরে সরে যান। "
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৮.২০২৬ রনি)

শেখ হাসিনাকে নিয়ে যা বললো বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের বার্ষিকীর দিনে দিল্লিতে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ সরকার। ডিডাব্লিউ-র কনটেন্ট পার্টনার প্রথম আলো জানাচ্ছে, বুধবার রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, 'পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত গণহত্যাকারী শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লিতে সরাসরি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেওয়ায় বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেখানে তিনি এবং তার সহযোগীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও এর জনগণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত ঘৃণা ছড়িয়েছেন। এ ঘটনায় বাংলাদেশ ক্ষুব্ধ।' বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, অনুষ্ঠানটি আয়োজনের ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের নতুন যাত্রার প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগের কথা ভারত সরকারকে আগেই জানানো হয়েছিল। এরপরেও ভারতের মাটিতে এই আয়োজনের অনুমতি দেওয়ায় ঢাকা গভীর হতাশা প্রকাশ করছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "এমন একটি দিন যখন বাংলাদেশের জনগণ জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে, সে সময় ভারতের মাটিতে শেখ হাসিনার এই মতবিনিময় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা এবং জুলাই বিপ্লবের শহীদদের প্রতি গুরুতর অপমান।" বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, "২০২৪ সালের জুলাই–আগস্টে শিশুসহ নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত তথ্য অস্বীকার করাটা পলাতক দণ্ডপ্রাপ্ত গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা ও তাঁর অপরাধের সহযোগীদের ইতিহাসের গতিপথ উল্টে দেওয়ার একটি ব্যর্থ চেষ্টা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের জনগণ অতীতে এ ধরনের ঘৃণ্য চেষ্টা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এখনো করছে।" পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, "জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের জনগণ দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকার করেছে যে আমাদের দেশ আর কখনো ফ্যাসিবাদের অন্ধকার সময়ে ফিরে যাবে না এবং বাংলাদেশ কখনোই তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হবে না। দণ্ডপ্রাপ্ত গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা ও তার মাফিয়া চক্রের আর কখনো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে স্থান হবে না।" এতে বলা হয়, "বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে একটি গঠনমূলক, উভয় পক্ষের জন্য লাভজনক ও ভবিষ্যৎমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে ভারত সরকারের কাছে বাংলাদেশ বারবার অনুরোধ করলেও এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। এর বিপরীতে, যেকোনো অজুহাতে তাঁকে গণমাধ্যমের সঙ্গে প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ দেওয়া বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে গভীর আঘাত এবং বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্প্রীতিপূর্ণ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর।"(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৮.২০২৬ রনি)

ভারতের ঝাড়খণ্ডে ছাত্র আন্দোলন বেগবান, 'ককরোচের' সমর্থন

সরকারি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন আরও জোরদার হয়েছে। অনশন কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছেন আরো পাঁচ আন্দোলনকারী। ঝাড়খণ্ডে এই অবস্থান কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ২৫ জুলাই। রাজ্যের রাজধানী রাঁচিতে ২ আগস্ট থেকে ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো অনির্দিষ্টকালের অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল এবং সরকারি চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কথিত অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আসছেন মাহাতো। মঙ্গলবার মাহাতোর অনশন কর্মসূচিতে আরও পাঁচজন আন্দোলনকারী শামিল হন। আন্দোলনকারী রাধে কুমার ভারতের সংবাদ সংস্থা এএনআইকে বলেছেন, ''আমরা বিধানসভা ভবন ঘেরাও করছি কারণ আমাদের মূল দাবি ও বিষয়গুলো জেপিএসসি এবং সিজিএল পরীক্ষা বাতিলকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।'' ঝাড়খণ্ডে শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) এর অভিজিৎ দীপকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে দীপকে বলেন, ''জেপিএসসি ও জেএসএসসি নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের জেরে ঝাড়খণ্ডে যে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। সিজেপি ঝাড়খণ্ডের সকল শিক্ষার্থীর পাশে আছে এবং তাদের দাবিগুলোকে সমর্থন করে।''আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ১০ আগস্ট ঝাড়খণ্ড বিধানসভা অভিমুখে পদযাত্রার কর্মসূচিও ঘোষণা করেছে। বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে ৬ জুলাই। 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাজ্যের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে তার সরকার 'শিগগিরই ব্যবস্থা নেবে' বলেও আশ্বস্ত করেছেন।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৬.০৮.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

বিপিসিজুড়ে হঠাৎ অস্থিরতা

তরল পেট্রোলিয়াম জ্বালানি আমদানি, পরিশোধন, বিপণন ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করা সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনে (বিপিসি) হঠাৎ দেখা দিয়েছে অস্থিরতা। চেয়ারম্যানকে অপসারণের ১২ দিন কেটে গেলেও দেওয়া হয়নি নতুন পূর্ণাঙ্গ চেয়ারম্যান। এর মধ্যেই জ্বালানি নীতিমালা ও বেসরকারি খাতে দেওয়া নিয়ে চলছে আলোচনা। গত ২৬ জুলাই বিপিসি থেকে ওএসডি হন সৎ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত রেজানুর রহমান। এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি রেজানুর রহমানকে বিপিসি চেয়ারম্যান হিসেবে পদায়ন করা হয়। তিনি পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান হিসেবেও পদায়িত ছিলেন। পুরো বিষয়টি নিয়ে জ্বালানি বিভাগ এবং বিপিসির অন্তত আটজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয় প্রতিবেদকের। কেউ রেজানুর রহমানের ওএসডি বিষয়ে নিশ্চিত কোনো ধারণা দিতে পারেননি। বর্তমান অবস্থা নিয়ে বিপিসি ও বিতরণ কোম্পানিগুলোর ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে অস্বস্তির কথা জানান এসব কর্মকর্তারা। তাদের কেউ নামও প্রকাশ করতে রাজি হননি। তাদের একজন বলেন, 'দুই সপ্তাহ আগে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি ও বিপণন করার আবেদন করেছিল বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিপিসির ১১ সদস্যের কমিটি বিষয়টিতে 'না' সূচক প্রতিবেদন দিয়েছিল। ২১ জুলাই ওই প্রতিবেদন দেওয়ার ৫ দিনের মাথায় চেয়ারম্যানকে ওএসডি করা হয়েছে। মূলত অনৈতিক চাপ না রাখায় এমনটি করা হয়েছে।' আরেক কর্মকর্তা বলেন, 'বেসরকারিতে পরিশোধিত জ্বালানি দেওয়ার বিষয়ে নয়, পরিশোধিত জ্বালানি সরবরাহকারী তালিকাভুক্তিতে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিষ্ঠানকে প্রাধান্য না দেওয়ায় ওএসডির স্বীকার হয়েছেন রেজানুর রহমান।' এ নিয়ে কথা হলে নাম প্রকাশ না করার শর্তে আরেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'পুরো বিপিসিতে এখন সবার উষ্মা বিরাজ করছে। কী হচ্ছে অনুমান করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে বিপিসিকে ধীরে ধীরে বিটিসিএলের মতো দুর্বল করে ফেলা হবে। কিংবা পেট্রোবাংলার সঙ্গে পুনরায় মার্জ করা হবে।' ২১ জুলাই ওই প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরবর্তী কোনো পদক্ষেপ জানা না গেলেও চলতি মাসের শুরুতে তড়িঘড়ি করে বেসরকারি পর্যায়ে পরিশোধিত জ্বালানি আমদানির খসড়া নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

কূটনৈতিক ব্যর্থতায় শেখ হাসিনা অস্থিতিশীলতা তৈরির সুযোগ পাচ্ছে

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, শেখ হাসিনাকে ভারতের মাটি থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে না দেওয়ার বিষয়ে সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা প্রত্যাশিত ফল দেয়নি। কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণেই শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও ভারত দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির সুযোগ পাচ্ছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। আসিফ মাহমুদ বলেন, সরকার আগে আশ্বস্ত করেছিল যে শেখ হাসিনাকে ভারতের ভূখণ্ড ব্যবহার করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে দেওয়া হবে না। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে সেই আশ্বাস বাস্তবায়িত হয়নি। কূটনৈতিক তৎপরতা আরও জোরদার করে ভারত সরকারকে এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে রাজি করানোর পাশাপাশি শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগও জোরদার করতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভার্চ্যুয়াল বক্তব্য দেশের কিছু গণমাধ্যম বিভিন্নভাবে প্রচার করেছে, যদিও আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধসংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপনের আলোকে এ ধরনের প্রচার হওয়া উচিত নয়। এনসিপির মুখপাত্র

বলেন, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধিত কোনো গণমাধ্যম কীভাবে এ ধরনের প্রচার চালায় এবং এ বিষয়ে সরকার কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, তা স্পষ্ট নয়। তিনি আরও বলেন, সরকার এ ঘটনায় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কূটনৈতিক ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তবে এনসিপির প্রত্যাশা ছিল আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারকে তলব করে আনুষ্ঠানিকভাবে সতর্কবার্তা দেওয়ার দাবি জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিটিভির নতুন মহাপরিচালক কাজী জেসিন

বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) নতুন মহাপরিচালক (ডিজি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সংবাদ উপস্থাপক ও টকশো সঞ্চালক কাজী জেসিন। আজ (৬ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এতে তাকে এক বছরের জন্য বিটিভির মহাপরিচালক (গ্রেড-১) পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, অন্য কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এই নিয়োগ কার্যকর হবে। এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক এ নিয়োগে বাংলাদেশ টেলিভিশনের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন কাজী জেসিন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মাদক কারবারির বাড়িতে উল্টো পুলিশের দেহ তল্লাশি!

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তী কাজিপুর গ্রামে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে ব্যতিক্রমী ঘটনার মুখোমুখি হয়েছে পুলিশ। অভিযানের আগে পুলিশ সদস্যদের দেহ তল্লাশি করেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) বিকেলে জেলা পুলিশ, গাংনী থানা পুলিশ ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যৌথ অভিযানে এ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বিষয়টি জানাজানি হয়। চিহ্নিত মাদক কারবারিদের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় স্থানীয়দের অনুরোধে অভিযানে অংশ নেওয়া পুলিশ সদস্যদের শরীর তল্লাশি করা হয়। স্থানীয় সাংবাদিক সাঈদ তাদের তল্লাশি করেন। স্থানীয়রা জানান, প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী অভিযান চালিয়ে নারীসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়। জব্দ করা হয় চার কেজি গাঁজা ও ১০ পিস ইয়াবা। আটকরা হলেন কাজিপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে ফজল (৪৫), ইয়াদ আলীর ছেলে ফজল (৬৫), রানা (২১), ফজলের স্ত্রী তানজিরা খাতুন (৫৪) এবং কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের তাজউদ্দিনের ছেলে জাহিদ (২৮)। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী জানান, কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে চিহ্নিত মাদক কারবারিদের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। অভিযানের সময় শিপন নামের এক মাদক কারবারির বাড়ি থেকে চার কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়। এছাড়া তানজিরা খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ১০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

পিরোজপুরে ৪ চোরাই মহিষসহ আন্তঃজেলা ডাকাত সর্দার গ্রেফতার

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়ায় চারটি চোরাই মহিষসহ আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সর্দার ও ১৫ মামলার আসামি মো. কামরুল হাওলাদারকে (৩৬) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় চোরাই মহিষ বহনে ব্যবহৃত একটি মিনিট্রাকও জব্দ করা হয়। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) ভোররাতে ভাণ্ডারিয়া থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার কামরুল হাওলাদার পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার উত্তর ভিটাবাড়িয়া গ্রামের মৃত সুলতান হাওলাদারের ছেলে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত আনুমানিক ২টা ৪১ মিনিটে ভাণ্ডারিয়া থানার দুটি মোবাইল টিম যৌথভাবে দায়িত্ব পালনকালে একটি হলুদ রঙের মিনিট্রাককে চেকপোস্টে থামার সংকেত দেয়। তবে চালক সংকেত অমান্য করে দ্রুত পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ধাওয়া করে ভাণ্ডারিয়া উপজেলার বড় কানুয়া বটতলা এলাকা থেকে ট্রাকটি আটক করে। পরে ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে ঝালকাঠির কাঠালিয়া উপজেলা থেকে চুরি হওয়া চারটি মহিষ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, কামরুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় মোট ১৫টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে আটটি ডাকাতি, তিনটি দস্যুতা এবং চারটি চুরির মামলা। ভান্ডারিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দেওয়ান জগলুল হাসান বলেন, পুলিশ উদ্ধার হওয়া চারটি মহিষ ও অপরাধে ব্যবহৃত মিনিট্রাকটি জব্দ করেছে। এ ঘটনায় ভাণ্ডারিয়া থানায় তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মিরপুর মডেল থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪৩

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে ৪৩ জনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর মিরপুর মডেল থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৩ জনকে গ্রেফতার করেছে মিরপুর মডেল থানা পুলিশ। গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ফুটপাত ক্ষতিগ্রস্ত করায় রেস্টুরেন্টকে আড়াই লাখ টাকা জরিমানা

রাজধানীর কলাবাগানে ফুটপাত ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগে 'নিউ রান্নাঘর রেস্টুরেন্ট'-কে ২ লাখ ৫১ হাজার ৫৭৩ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ জরিমানা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)। পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে ওই অর্থ সিটি করপোরেশনের সড়ক খনন তহবিলে জমা দিয়ে প্রমাণপত্র দাখিলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ডিএসসিসির জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। ডিএসসিসি জানায়, সংস্থার প্রশাসকের সরেজমিনে পরিদর্শনের সময় মিরপুর রোডের ৬৭ নম্বর কলাবাগানে অবস্থিত 'নিউ রান্নাঘর রেস্টুরেন্ট'র সামনে সিটি করপোরেশনের নির্মিত ফুটপাত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি নজরে আসে। পরে প্রকৌশল বিভাগ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করে। পরিদর্শনে দেখা যায়, রেস্টুরেন্টটির কার্যক্রমের কারণে সিটি করপোরেশনের নির্মিত সিসি টাইলসের ফুটপাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। ডিএসসিসির ভাষ্য, এ ধরনের কর্মকাণ্ড 'সড়ক খনন নীতিমালা-২০১৯'-র পরিপন্থি এবং জনস্বার্থবিরোধী। প্রকৌশল বিভাগের মূল্যায়নে ক্ষতিগ্রস্ত ফুটপাতের দৈর্ঘ্য ১৩ দশমিক ৭২ মিটার, প্রস্থ ৩ দশমিক ৬৬ মিটার এবং মোট আয়তন ৫০ দশমিক ২২ বর্গমিটার। নির্ধারিত দর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মূল বিল ২ লাখ ১৮ হাজার ৭৯৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এর সঙ্গে ১৫ শতাংশ ভ্যাট যোগ করে মোট ক্ষতিপূরণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লাখ ৫১ হাজার ৫৭৩ টাকা। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত অর্থ সড়ক খনন তহবিলে জমা দিয়ে তার প্রমাণপত্র ডিএসসিসিতে দাখিল করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধ না করলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন আইন ও প্রচলিত বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মাহবুব আলী খানের শাহাদতবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল, ছিলেন প্রধানমন্ত্রী

রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের ৪২তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে তার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বাদ মাগরিব রাজধানীর ধানমন্ডিতে মরহুমের 'মাহবুব ভবনে' তার পরিবারের পক্ষ থেকে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান অংশ নেন। এছাড়া শহীদ মাহবুব আলী খানের মেয়ে ও প্রধানমন্ত্রীর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান, প্রধানমন্ত্রী তনয়া ব্যারিস্টার জাইমা রহমানসহ মরহুমের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন। দোয়া মাহফিল ও আলোচনায় জাতীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ বিএনপির সিনিয়র নেতা, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ, হুইপ, সংসদ সদস্য এবং সামরিক ও বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন। এ সময় দেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদরা শহীদ রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

শিল্প খাতের কার্যক্রম নিয়ে স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মো. আবুল কালাম। বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট, ব্যয় পরিকল্পনা এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, বর্তমানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৪টি করপোরেশন, ৬টি অধিদপ্তর/সংস্থা, দুটি বোর্ড এবং দুটি ফাউন্ডেশনসহ মোট ১৪টি দপ্তর ও সংস্থা দেশের শিল্পায়ন, শিল্প ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তি উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বৈঠকে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপনকালে জানানো হয় যে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট প্রস্তাবিত বাজেট এক হাজার ৬৯২ কোটি টাকা। এর মধ্যে পরিচালন ব্যয় ৩৬১ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় এক হাজার ৩৩১ কোটি টাকা। পরিচালন বাজেটের আওতায় শিল্প মন্ত্রণালয় (সচিবালয় অংশ), প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি), ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও), বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক), বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ডের খাতভিত্তিক ব্যয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশন (বিসিআইসি), বিসিক, বিটাক এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি, বরাদ্দ ও ব্যয় পরিকল্পনা সভায় পর্যালোচনা করা হয়। প্রকল্পগুলোর মধ্যে শিল্পপার্ক, শিল্পনগরী, গুদাম নির্মাণ, প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ, পরীক্ষাগার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ অবকাঠামো সম্প্রসারণ এবং শিল্পখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বৈঠকে বাজেট বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দক্ষতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা, বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা, শিল্পখাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং সরকারি সেবার মানোন্নয়নে সকল সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদি অধিবেশন ডাকা হবে: চিফ হুইপ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে জাতীয় সংসদে স্বল্পমেয়াদি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হবে বলে জানিয়েছেন সরকারি দলের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) গণমাধ্যমে দেওয়া এক বক্তব্যে এ কথা বলেন চিফ হুইপ। তবে এই অধিবেশন কবে আহ্বান করা হবে, সে বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি। আগামী ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল ঘোষণার আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ইসিতে একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ ও তাহমিদা আহমদ উপস্থিত ছিলেন। তবে অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ দেশের বাইরে থাকায় বৈঠকে অংশ নেননি। পরে দুপুর ২টায় নির্বাচন ভবনে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে অনুমোদিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ। এরপর নির্বাচনের বিস্তারিত সাংবাদিকদের জানান তিনি। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীরা ১৩ আগস্ট মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। ১৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত এবং ১৮ আগস্ট মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২০ আগস্ট। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ফটিকছড়ির শান্তিরহাট বাজারে আগুনে ১৬ দোকান পুড়ে ছাই

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের শান্তিরহাট বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১৬টি দোকান পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র জানায়, বাজারে আক্কাস ও দেলোয়ার হোসেনের মালিকানাধীন একটি দোকানঘরে ভাড়ায় বেকারি পরিচালনা করতেন মো. শহিদুল্লাহ। ধারণা করা হচ্ছে, বেকারির গ্যাসের চুলা বা গ্যাস সংযোগ থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। পরে ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।তবে এর আগেই অন্তত ১৬টি দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। আগুনে দোকানগুলোর মালামাল, আসবাবপত্র ও ব্যবসায়িক সরঞ্জাম ভস্মীভূত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা জানান, দীর্ঘদিনের ব্যবসার মূলধন আগুনে পুড়ে যাওয়ায় তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। দ্রুত সরকারি সহায়তা না পেলে নতুন করে ব্যবসা শুরু করা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। এদিকে স্থানীয় বাসিন্দারাও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ২০

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী বলেন, গতকাল বুধবার (৫ আগস্ট) যাত্রাবাড়ী থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিএমপির এই কর্মকর্তা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

নাহিদ-আসিফের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বৈঠক

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও সংসদের বিরোধীদলের চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম এবং দলের মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) অনুষ্ঠিত বৈঠকে এনসিপির আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত আলাউদ্দীন মোহাম্মদ এবং যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ডেস্কের প্রধান নাভিদ নওরোজ শাহ উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি দলটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে। বৈঠকে সংসদীয় কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা, গণতান্ত্রিক সুশাসন এবং ধারাবাহিক সংলাপ ও সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারের বিষয়ে আলোচনা হয়।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিভিন্ন ক্যাম্পাসে হামলায় জড়িতদের বিচার দাবি ঢাকা মহানগর জামায়াতের

দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীদের হামলার অভিযোগ এনে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর উত্তর। ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন এবং সেক্রেটারি ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) যৌথ বিবৃতিতে তারা বলেন, ৪ আগস্ট জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় এবং ৩ আগস্ট রাতে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থী এবং ঢাকা আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষের ওপর ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা সশস্ত্র হামলা

চালিয়েছে। বিবৃতিতে দাবি করা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আয়োজিত অনুষ্ঠানে হামলা চালানো হয়। আহতদের উদ্ধার করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের (জকসু) ভিপি রিয়াজুল ইসলামও হামলার শিকার হন। এ ঘটনায় জকসুর জিএস ও ছাত্রশিবিরের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি মো. আব্দুল আলিম আরিফ, এজিএস মাসুদ রানাসহ ২০-২৫ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের জুলাইভিত্তিক প্রদর্শনীতে হামলা, ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও ল্যাপটপ-মোবাইল ফোন ছিনতাই এবং ঢাকা কলেজে ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগও তুলে ধরা হয়। ঢাকা মহানগর উত্তরের নেতারা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল, তা পূরণ না হয়ে বরং সহিংসতা ও আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তারা অভিযোগ করেন, বিরোধী মতকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে ছাত্রদল সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীরা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে সেখানেও হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জাতিকে যারা বিভক্ত করতে চায়, তারাই জাতির দুশমন: ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জাতিকে বিভক্ত করার যে কোনো অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মত ও রাজনীতিতে ভিন্নতা থাকতে পারে তবে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে সবাইকে এক কাতারে দাঁড়াতে হবে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (আইইবি) মিলনায়তনে দেশীয় সাংস্কৃতিক সংসদ আয়োজিত 'জুলাই সাংস্কৃতিক উৎসব-২০২৬' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা জাতিকে বিভক্ত করতে চাই না। যারা জাতিকে বিভক্ত করতে চায় তারাই জাতির দুশমন। আমাদের ভিন্ন মত থাকবে, ভিন্ন রাজনীতি থাকবে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের জায়গায় সবাই বলবো আমরা ঐক্যবদ্ধ। তিনি বলেন, ক্ষমতা কখনো চিরস্থায়ী নয়। আল্লাহ ছাড়া কারও ক্ষমতা স্থায়ী থাকে না। মানুষ তার কর্মের ফল একদিন ভোগ করবেই। অতীতের বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রসঙ্গ তুলে জামায়াত আমির বলেন, দেশের ইতিহাসে এমন সময় এসেছে যখন মানুষ চরম দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে। পরবর্তীসময়েও বিভিন্ন শাসনামলে জনগণ নিপীড়ন, বৈষম্য ও অধিকারহীনতার শিকার হয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, ২০০৯ সালের পর দীর্ঘ সময় দেশে দমন-পীড়নের শাসন চলেছে। বিরোধীমতের মানুষের বিরুদ্ধে হত্যা, গুম, নির্যাতন এবং রাষ্ট্রের সম্পদ বিদেশে পাচারের মতো ঘটনা ঘটেছে। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। তাই সুস্থ, নৈতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির সংসদ সদস্য বীথিকাকে আইনি নোটিশ দিলেন আসিফ মাহমুদ

মিথ্যা অভিযোগে মানহানির প্রতিবাদে বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য বীথিকা বিনতে হোসাইনকে আইনি নোটিশ দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান। পোস্টে অভিযোগ করা হয়, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি এবং রাজনৈতিক স্বার্থে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল নিয়মিতভাবে গণঅভ্যুত্থানের নেতাদের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার এবং চরিত্রহননের চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিগত দুই বছর ধরেই নানা রকম অপবাদ এবং অপপ্রচারের শিকার হচ্ছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তবে এখন পর্যন্ত কেউই কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ কিংবা প্রমাণ উত্থাপন করতে পারেনি। পোস্টে বলা হয়, কয়েকদিন আগে একটি পাবলিক প্রোগ্রামে বিএনপির সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্য বীথিকা বিনতে হোসাইন অভিযোগ করেন, বিসিবির সদস্য হওয়ার জন্য তার কাছে আসিফ মাহমুদ তিন কোটি টাকা দাবি করেছেন। বিষয়টি মিডিয়ায় আসার পর আসিফ মাহমুদের পক্ষ থেকে কয়েক দফা তার সঙ্গে যোগাযোগ করে অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ কিংবা সুনির্দিষ্টভাবে কে, কার থেকে অর্থ দাবি করেছে তা জানতে চাওয়া হয়। তিনি একাধিকবার তথ্য দেবেন বলেও কোনো প্রকার তথ্য দেননি। বারবার যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, 'আমাকে তো এমনটাই বলা হয়েছে'। পরবর্তীতে তিনি জানাবেন বলেও যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। এতে এটাই প্রতীয়মান হয়, তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চরিত্রহননের উদ্দেশ্যেই উক্ত বক্তব্য দিয়েছেন। এমন অবস্থায় আসিফ মাহমুদ তার নামে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন উল্লেখ করে পোস্টে বলা হয়, নোটিশে আগামী সাতদিনের মধ্যে তার অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে অনুরোধ করা হয়েছে। অন্যথায়, তাকে বক্তব্য প্রত্যাহার করে প্রকাশ্যে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি যদি এর কোনোটিই না করেন, তবে তার বিরুদ্ধে আসিফ মাহমুদ প্রচলিত আইনে মানহানির অভিযোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। এসব ধারাবাহিক অপপ্রচার কেবল ব্যক্তি আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে নয়; বরং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব, চেতনা ও অর্জনকে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টার অংশ। আসিফ মাহমুদ একা নন, জুলাইয়ের পক্ষের আরও অনেকে একই ধরনের মিথ্যাচার

ও অপপ্রচারের শিকার হয়েছেন। এখন থেকে মিথ্যাচার, অপপ্রচার ও চরিত্রহননের প্রতিটি অপচেষ্টার জবাব দেওয়া হবে আইনের মাধ্যমেই, যোগ করা হয় ফেসবুক পোস্টে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মহেশখালীতে সংরক্ষিত বনের ভেতর সড়ক নির্মাণে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা

কক্সবাজারের মহেশখালীতে সংরক্ষিত বনের ভেতর দিয়ে সড়ক (৩ দশমিক ৭০ কিলোমিটার) নির্মাণসংক্রান্ত সব কার্যক্রমের ওপর দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ সংক্রান্ত এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মো. আসিফ হাসানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ রুলসহ আদেশ দেন। আদালতে এদিন রিটের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী মিনহাজুল হক চৌধুরী। তাকে সহায়তা করেন আইনজীবী রুমানা শারমিন শান্তা। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে অংশ নেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল। এর আগে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) গত মাসে ওই রিট করেছিল। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বেলা জানায়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর 'দক্ষিণ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পের' অধীন ৪ দশমিক ৮৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ ওই সংযোগ সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও বন অধিদপ্তরের আপত্তি সত্ত্বেও সংরক্ষিত বনভূমির অসংখ্য গাছপালা ও পাহাড় কেটে ওই সড়ক নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রাখা হলে জনস্বার্থে রিটটি করা হয়। আদেশের পাশাপাশি রুলও জারি করেন আদালত। রুলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া সংরক্ষিত বনের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওই সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ ও তা রোধে ব্যর্থতা-নিষ্ক্রিয়তা কেন আইনবহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। ওই প্রকল্পের অধীন সংরক্ষিত বনের ভেতরে প্রস্তাবিত ৩ দশমিক ৭০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের উদ্যোগ বাতিল ও এরই মধ্যে তৈরি করা সড়কের পাকা অংশ অপসারণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে পাহাড় মৌজার (১৮ হাজার ২৮৬ দশমিক ৪০ একর) সংরক্ষিত বন এবং সেখানকার জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও সংরক্ষণের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা–ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জ্বালানি চাহিদা মেটাতে কেনা হচ্ছে ৮ কার্গো এলএনজি, ৫ হাজার টন এলপিজি

দেশে জরুরি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৮ কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এবং ৫ হাজার মেট্রিক টন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) কেনার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে দেশে আপৎকালীন এলপিজির চাহিদা পূরণ, এলপিজি বাজারে সরকারের অংশীদারত্ব বাড়ানো এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে স্পিড মার্কেটিং করপোরেশন (স্পিড গ্রুপ) থেকে আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৫ হাজার (±৫ শতাংশ) মেট্রিক টন এলপিজি কেনার প্রস্তাবের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। এই এলপিজির মধ্যে প্রোপেনের পরিমাণ থাকবে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ এবং বিউটেনের পরিমাণ ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ। সৌদি আরামকোর সিপি মূল্যের সঙ্গে প্রতি মেট্রিক টনে অতিরিক্ত ৯৭ মার্কিন ডলার (সিএফআর ভিত্তিতে) দরে এলপিজি কেনা হবে। এছাড়া ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অস্থিতিশীল ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দেশে জরুরি গ্যাসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মোট ৮ কার্গো এলএনজি কেনার চারটি পৃথক প্রস্তাবের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যভিত্তিক ব্ল্যাককিউব ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড থেকে ২ কার্গো, অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক গ্লোবাল ফুয়েল সাপ্লাইজ পিটিই লিমিটেড থেকে ২ কার্গো, মালয়েশিয়ার প্লেনটিটিউড এনার্জি এসডিএন বিএইচডি থেকে ২ কার্গো এবং ওমানভিত্তিক ম্যাক্সওয়েল ইন্টারন্যাশনাল এসপিসি থেকে আরও ২ কার্গো এলএনজি আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

'আমার ছেলেও গেল, আমরাও শেষ হয়ে গেলাম'

অবৈধভাবে ইতালি যাওয়ার পথে লিবিয়ায় মাফিয়াদের নির্যাতনে ইকবাল হোসেন মাদবর (২৫) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি মাদারীপুরের শিবচর উপজেলার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুরে তার মৃত্যুর খবরে পরিবারে মাতম চলছে। নিহত ইকবাল হোসেন শিবচর উপজেলার দক্ষিণ বহেরাতলা ইউনিয়নের সরকারেরচর গ্রামের মোতালেব মাদবরের ছেলে। স্থানীয় ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েকমাস আগে শিবচরের বাঁশকান্দি ইউনিয়নের ছলেনামা গ্রামের মানবপাচারকারী চক্রের সদস্য সাগর মাদবর ও কামরুল মাদবরের প্রলোভনে পড়েন ইকবাল। এরপর চুক্তি অনুযায়ী ২০ লাখ টাকা দালালের হাতে তুলে দেয় তার পরিবার। টাকা দেওয়ার পর কয়েক মাস আগে ইতালির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ইকবাল। বেশ কয়েকটি দেশ ঘুরে লিবিয়ায় পৌঁছান। সেখানে তাকে বন্দি করে নির্যাতন চালায় দালালচক্র। চাওয়া হয় মুক্তিপণের ১২ লাখ টাকা। ধারদেনা করে মাফিয়াদের আরও আট লাখ টাকা দেয় পরিবার। তবে চাহিদামতো বাকি চার লাখ টাকা না দেওয়ায় ইকবালের ওপর শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। নির্যাতনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। একপর্যায়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। বৃহস্পতিবার দালালদের মাধ্যমেই ইকবালের মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন স্বজনরা। নিহতের বাবা মোতালেব মাদবর বলেন, 'এভাবে আমার

ছেলেকে হারাতে হবে, কোনোদিন ভাবিনি। জমি বিক্রি করে, ঋণ করে ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছিলাম। এখন আমার ছেলেও গেল, আমরাও শেষ হয়ে গেলাম। ছেলে হারানোর শোক আমরা কীভাবে মেনে নেবো?' ছেলের মরদেহ দ্রুত দেশে আনার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ ঘটনায় জড়িত দালাল সাগর মাদবর ও কামরুল মাদবরের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। নিহতের খবর জানাজানি হলে দালালরা গাঢাকা দেন। এজন্য তাদের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগে পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্কুলে ভর্তিতে দ্বিতীয়-নবমে পরীক্ষা, প্রথম শ্রেণিতে লটারি

অভিভাবকদের আপত্তির কারণে আগামী ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম শ্রেণিতে কোনো ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে লটারির মাধ্যমে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। তবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় থেকে নবম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষার মাধ্যমে মেধা মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হবে। যদিও পরীক্ষার ধরন কেমন হবে, তা এখনো জানায়নি মন্ত্রণালয়। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক এ বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, আগামী ১০ আগস্ট চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে। গত ১৬ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সভাকক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন ঘোষণা দেন, ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত লটারিভিত্তিক ভর্তি বাতিল করে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। একই দিনে মন্ত্রণালয়ের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতেও বলা হয়েছিল, সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে একটি নতুন ভর্তি পদ্ধতি চালু এবং লটারির প্রচলিত ব্যবস্থা বাতিল করা হবে। সেদিন সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সব শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে এটি খুব জটিল কোনো পরীক্ষা হবে না। খুব সাধারণ একটি পরীক্ষার মাধ্যমেই ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।'

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আসামি ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে আসামি করা হয়েছে। এছাড়া ঢাবির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল, সাবেক বিচারপতি এ বি এম নিজামুল হক মানিক, শিক্ষক কে এম জামাল উদ্দিন, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়ালি আসিফ ইনানসহ মোট আটজনের বিরুদ্ধে এ মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে তদন্ত সংস্থা। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন। প্রসিকিউশন জানায়, এ ঘটনায় হওয়া মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলাটি দীর্ঘদিন ধরে তদন্ত করে তদন্ত সংস্থা। দীর্ঘ তদন্ত শেষে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা। বর্তমানে তা পর্যালোচনা চলছে। এরপর ফরমাল চার্জ বা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আকারে ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়া হবে। এর আগে চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম জানান, তদন্ত প্রতিবেদন যাচাই-বাছাই শেষে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হবে। জুলাই আন্দোলন-সংক্রান্ত শেখ হাসিনার মামলায় সাবেক উপাচার্য মাকসুদ কামালের সঙ্গে হাসিনার একটি ফোনালাপ এর আগে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করা হয়েছিল। প্রসিকিউশনের দাবি, ওই ফোনালাপে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ফাঁসি দেওয়ার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছিলেন হাসিনা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

গণপূর্ত-ত্রাণ-গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জ্বালানি বিভাগে নতুন সচিব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। এই নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। এরমধ্যে দুজন অতিরিক্ত সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে সচিব করার পর পদায়ন করা হয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব হয়েছেন মো. ওবায়দুর রহমান। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত সচিব ছিলেন। ওবায়দুর রহমান এর আগে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে, গত ৩০ জুলাই গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিব মো. নজরুল ইসলাম অবসরে গেছেন। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব নিয়োগ পেয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জেসমিন নাহার। তাকে সচিব পদে পদোন্নতির পর এই নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সাখাওয়াৎ হোসেনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বদলি করা হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মাউশিতে আসছে নতুন ডিজি, ১০ আগস্টের পর 'রদবদল'

বদলি ও পদায়নে অনিয়মসহ নানা অভিযোগের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) নেতৃত্বে পরিবর্তনের আভাস মিলেছে। মাউশির মহাপরিচালক (ডিজি) পদ হারাচ্ছেন অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, আগামী ১০ আগস্ট এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বর্তমান ডিজির স্থলে শিক্ষা ক্যাডারের একজন নতুন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন। মন্ত্রণালয়ের দুই কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে জাগো নিউজকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নির্দেশনায় মাউশির ডিজির চলতি দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। এ বিষয়টি শিক্ষা সচিব আবদুল খালেক তাকে মৌখিকভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। এখন শুধু রদবদলের আনুষ্ঠানিকতা বাকি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশি সূত্র জানায়, অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলকে সরিয়ে দেওয়া হলে আপাতত ডিজির চেয়ারে বসতে পারেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা অধ্যাপক মো. নাজমুল হক। বর্তমানে তিনি মাউশির কলেজ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক পদে দায়িত্বে রয়েছেন। যদিও শিক্ষা সচিব আবদুল খালেক এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কোনো কথা বলতে রাজি হননি। সচিবের ভাষ্য, 'কোনো অর্ডার হলে তো প্রকাশ্যেই হবে। তখন জানতে পারবেন।' বিষয়টি নিয়ে জানতে বৃহস্পতিবার বিকেলে অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেলের সঙ্গে কয়েক দফা যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

হামের উপসর্গে আরও ৬ শিশুর মৃত্যু

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ছয় শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হামের উপসর্গে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬৪ জনে। একই সঙ্গে নিশ্চিত হামে ৯৬ জন মারা গেছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বুধবার সকাল ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও সন্দেহজনক হামে মারা গেছে ছয়জন। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম-সংক্রান্ত রোগে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬০ জনে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৮৫ জনের। একই সঙ্গে নতুন সন্দেহজনক হামের রোগী শনাক্ত হয়েছে ৭৩৩ জন। সবমিলিয়ে এ সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ৮১৮ শিশু। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মোট সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা এক লাখ ১৫ হাজার ৮৭৯ জন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছে এক লাখ ১১ হাজার ৫৮৭ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

দরপত্র ছাড়াই বিআরটিসির জন্য ২০০ ইলেকট্রিক বাস কেনার নীতিগত অনুমোদন

দরপত্র ছাড়াই বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) জন্য ২০০টি ইলেকট্রিক বাস, চার্জিং স্টেশন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে এই বাস কেনার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের একটি প্রস্তাবের নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। এর আওতায় সরকারি অর্থায়নে বিআরটিসির জন্য আনুমানিক ২০০টি ইলেকট্রিক বাস কেনা হবে, যার মধ্যে নারী যাত্রীদের জন্য বিশেষ বাসও থাকবে। একই সঙ্গে বাস পরিচালনার জন্য চার্জিং স্টেশন স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। এদিকে ঢাকাসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন চালুর উদ্যোগের অংশ হিসেবে সম্প্রতি বিআরটিসির জন্য ১০০টি ইলেকট্রিক বাস কেনা, ২৫টি চার্জিং স্টেশন স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে ৪০০ কোটি টাকা অনুদান বা ইক্যুইটি হিসেবে বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। সম্প্রতি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বিআরটিসি শাখা থেকে অর্থ বিভাগে পাঠানো এক চিঠিতে এ অনুরোধ করা হয়েছে। চিঠিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব অজিত দেব সই করেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, বিআরটিসি একটি রাষ্ট্রীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী মহানগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় পরিবহনসেবা পৌঁছে দিতে কাজ করছে। দেশের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিআরটিসির বহরে ইলেকট্রিক বাস সংযোজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে আরও বলা হয়, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে সমন্বিত, দক্ষ ও সবুজ পরিবহন করিডোর গড়ে তোলা, কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং আধুনিক ও টেকসই গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিআরটিসির বহরে ইলেকট্রিক বাস সংযোজনকে জরুরি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন বিভাগ জানিয়েছে, ইলেকট্রিক বাস চালু হলে জ্বালানি ব্যয় কমবে, বায়ুদূষণ হ্রাস পাবে, যাত্রীসেবার মান বাড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিচালন ব্যয়ও কমে আসবে। এ লক্ষ্যেই প্রথম ধাপে আনুমানিক ১০০টি ইলেকট্রিক বাস, ২৫টি চার্জিং স্টেশন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এসব বাস ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ রুটের পাশাপাশি বিভাগীয় শহরগুলোর আন্তঃনগর রুটে পরিচালনার পরিকল্পনা রয়েছে। জানা গেছে, এর আগে একই উদ্দেশ্যে ৪০০

কোটি টাকা অনুদান চেয়ে অর্থ বিভাগে আবেদন করা হয়েছিল। তবে অর্থ বিভাগ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পরামর্শ দেয়। কিন্তু বিআরটিসির বর্তমান আর্থিক সক্ষমতা ও নিজস্ব তহবিলের সীমাবদ্ধতার কারণে পুরো ব্যয় নিজস্ব অর্থায়নে বহন করা সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিমানবন্দরে ভিআইপি-সিআইপিসহ সবার নিরাপত্তা প্রোটোকল সমান

ভিআইপি ও সিআইপিসহ সবার জন্যই নিরাপত্তা প্রোটোকল সমান। তাই বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সবাইকে সমানভাবে প্রোটোকল অনুসরণ করতে বলেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী, সমন্বিত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে পুনর্গঠিত জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কমিটির প্রথম সভায় এ বিষয়ে কথা বলেন মন্ত্রী। ঢাকার বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদরদপ্তরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম কমিটির সভাপতি এবং প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জমান মিল্লাত সহ-সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তৃতায় আফরোজা খানম বলেন, দেশের বিমান খাতে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও সমন্বয়কারী কমিটির **১৩**তম সভার সিদ্ধান্ত যাতে দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়। শিগগির আমাদের আইসিএও অডিট অনুষ্ঠিত হবে। তাদের পর্যবেক্ষণের সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তি জড়িত। তাই যে সব বিষয়ে আইসিএওর পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষণ থাকতে পারে সেগুলোর কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, আমাদের অগ্রাধিকার হলো যাত্রীসেবা নিশ্চিত করা। তাই প্রবাসী ভাইদের জন্য উন্নত যাত্রীসেবা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত বলেন, বিমানবন্দর এলাকায় ড্রোনের উড্ডয়ন বন্ধে এন্টি ড্রোন সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রায় তিন বছর পরে অনুষ্ঠিত হওয়া আজকের সভার কার্যকারিতা আমাদেরই নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, স্ক্যানার প্রয়োজনীয় সংখ্যার তুলনায় বেশি থাকতে হবে। এসময় প্রতিমন্ত্রী উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের আইনের ব্যত্যয় হলে কঠোর অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেন। সভায় দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কার্যকর, সমন্বিত ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডসম্মত করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে সম্ভাব্য নিরাপত্তা হুমকি মোকাবিলায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় জোরদার, জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার নিরাপত্তা মানদণ্ড অনুসরণ, বিমানবন্দরে আধুনিক নিরাপত্তা প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি সংযোজন, বিদ্যমান নিরাপত্তা নীতিমালা পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইনমন্ত্রীকে সুপারিশ দিলো মহিলা পরিষদ

নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, ভুক্তভোগীদের মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষা এবং প্রয়োজনীয় আইন সংস্কারের দাবিতে আইনমন্ত্রীর কাছে সুপারিশমালা পেশ করেছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংগঠনটির একটি কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল এসব সুপারিশ তুলে ধরে। এ সময় নারী ও মেয়েশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, আইনের কার্যকর প্রয়োগ, আইন সংস্কার এবং নাগরিক হিসেবে নারীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে মতবিনিময় হয়। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান আইন প্রণয়ন, আইন সংস্কার, আইনের বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রী বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে শোনেন। মতবিনিময়কালে মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরেন। একই সঙ্গে নারী নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত কার্যক্রম আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই শহীদদের রুহের মাগফিরাত ও আহতদের সুস্থতা কামনায় মিলাদ মাহফিল

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের রুহের মাগফিরাত এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল হয়েছে। জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সংসদ ভবন মসজিদে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে ভারপ্রাপ্ত স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল অংশগ্রহণ করেন। জুলাই আন্দোলনে হতাহতদের জন্য দোয়ার পাশাপাশি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বিভিন্ন সময়ে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তিদের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। এ সময় দেশ ও জাতির সার্বিক শান্তি, অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। একই সঙ্গে জাতীয় সংসদের কার্যক্রমের সফলতা এবং মুসলিম উম্মাহর শান্তি, ঐক্য ও সমৃদ্ধি কামনায় মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় মসজিদের সিনিয়র ইমাম মো. আবু রায়হান দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন। দোয়া ও মিলাদ মাহফিলে জাতীয় সংসদের হুইপ মো. আখতারুজ্জামান মিয়া, বাংলাদেশ জাতীয়

সংসদ সচিবালয়ের সচিব ব্যারিস্টার মো. গোলাম সরওয়ার ভূঁইয়াসহ সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

প্রশাসনে বদলি-পদায়নে এআই ব্যবহারের নির্দেশ

প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও দক্ষ করতে বদলি এবং পদায়নে এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) প্রযুক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রী পদমর্যাদা) মো. ইসমাইল জবিউল্লাহ। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সচিবালয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা এ নির্দেশ দেন। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী প্রণীত ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনায় এ সভা হয়। এতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল বারী উপস্থিত ছিলেন। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উপদেষ্টা বলেন, সরকারি কর্মচারী ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে (জেমস) অনলাইনে বদলি ও পদায়ন কার্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও দক্ষ হবে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী প্রণীত ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনার আওতায় শূন্যপদে নিয়োগের শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দ্রুত কাজ সম্পন্নের নির্দেশ দেন উপদেষ্টা। বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা পরিহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন জনপ্রশাসন বিষয়ক উপদেষ্টা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে ইউএনডিপির নতুন আবাসিক প্রতিনিধির পরিচয়পত্র পেশ

বাংলাদেশে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) নবনিযুক্ত আবাসিক প্রতিনিধি স্টিফেন রড্রিগেজ তার পরিচয়পত্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমানের কাছে পেশ করেছেন। বুধবার (৬ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পরিচয়পত্র পেশ করেন স্টিফেন রড্রিগেজ। এ সময় স্টিফেন রড্রিগেজকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর। বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রাধিকার বাস্তবায়নে ইউএনডিপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় ইউএনডিপির গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে দেশের অগ্রযাত্রায় ইউএনডিপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রস্তুতির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, এ রূপান্তরকালীন সময়ে উদ্ভূত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ইউএনডিপি এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশের পাশে থাকবে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। জবাবে স্টিফেন রড্রিগেজ উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ইউএনডিপির সহযোগিতা আরও জোরদার করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন এবং টেকসই উন্নয়ন এগিয়ে নিতে দেশের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ঢাকায় পুলিশের অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪৬৬

রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নিয়মিত অভিযানে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৬৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একই সময়ে ৫৭টি মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। অভিযানকালে ডিএমপির রমনা বিভাগ ৩০ জন, লালবাগ বিভাগ ২৮ জন, ওয়ারী বিভাগ ৫৯ জন, মতিঝিল বিভাগ ৭৪ জন, তেজগাঁও বিভাগ ৫৩ জন, মিরপুর বিভাগ ১১৫ জন, গুলশান বিভাগ ৪৩ জন, উত্তরা বিভাগ ৫২ জন, সিটিটিসি ১১ জন এবং গোয়েন্দা বিভাগ একজনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি জিপগাড়ি, একটি মোটরসাইকেল, একটি অটোরিকশা, একটি পানির মিটার, একটি ল্যাপটপ, দুটি সিপিইউ, একটি হার্ডডিস্ক, একটি টি মনিটর, ২১টি মোবাইল ফোন, ১৩৫টি সিমকার্ড, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সিল ও স্বাক্ষর সম্বলিত ৪১টি সিল, অফিসিয়াল লেটারহেড প্যাড ৩২০ পাতা, ১ কেজি ২৫০ গ্রাম গাঁজা, ৬,৬৫৮ পিস ইয়াবা, ৭০ লিটার দেশি মদ ও ৬০ পিস বুপ্রেনরফিন ইঞ্জেকশন উদ্ধার করা হয়। অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন আলামত ও মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান ডিএমপির এই কর্মকর্তা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

স্টিভ কেলারের সফরে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদারে আলোচনা

যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক ফ্লিটের কমান্ডার অ্যাডমিরাল স্টিভ কেলার ৪ থেকে ৬ আগস্ট পর্যন্ত ঢাকা সফর করেন। সফরকালে তিনি সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও জোরদার নিয়ে আলোচনা করেছেন। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) এক প্রেস নোটে এ তথ্য জানায় ঢাকার মার্কিন দূতাবাস। দূতাবাস জানায়, সফরকালে স্টিভ কেলার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল খন্দকার মিসবাহ উল আজীমের সঙ্গে বৈঠক করে সামুদ্রিক

নিরাপত্তা সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অ্যাডমিরাল কেলার শিখা অনির্বাণ পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের নিদর্শন লালবাগ কেল্লা পরিদর্শন করেন। অ্যাডমিরাল কেলারের এই সফর যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের নিরাপত্তা সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

চিঠির জবাবে প্রধানমন্ত্রীর ডাক, হারমোনিয়াম উপহার পেয়ে আপ্লুত অনুশ্রী

সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ছিল এক আবেগঘন মুহূর্ত। রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী অনুশ্রী রায়ের দীর্ঘদিনের একটি স্বপ্ন এদিন পূরণ হলো। বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রী তার হাতে তুলে দেন একটি হারমোনিয়াম। অনুশ্রী রায় রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার পূর্ব নবনিদাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ প্রতিযোগিতায় দেশের গানে প্রথম এবং নজরুল সংগীতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে সে। এই সাক্ষাতের পেছনে রয়েছে একটি চিঠির গল্প। গত ১৫ জুলাই বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ প্রদান অনুষ্ঠানে পদক গ্রহণের সময় অনুশ্রী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার একজন কর্মকর্তার হাতে একটি চিঠি তুলে দেয়। সেই চিঠিতে সংগীতচর্চার প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা জানায় সে। পাশাপাশি সংগীতচর্চায় সহযোগিতার জন্য একটি হারমোনিয়াম এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছার কথাও লেখে। পরে প্রধানমন্ত্রী চিঠিটি পড়ে অনুশ্রী ও তার পরিবারকে সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আনন্দে আত্মহারা অনুশ্রী বলে, কখনো বিশ্বাসই করতে পারিনি যে, আমার চিঠি প্রধানমন্ত্রী পড়বেন এবং সাক্ষাতের জন্য ডাকবেন। অনুশ্রী জানায়, সংগীতচর্চার জন্য একটি হারমোনিয়াম তার খুব প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরিবারের পক্ষে সেটি কেনার সামর্থ্য ছিল না। তাই চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানের দিন সে বিষয়টি লিখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিল। তবে চিঠিটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর হাতে দিতে পারেনি; তার একজন কর্মকর্তার হাতে দিয়েছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই জাদুঘরে উপচেপড়া ভিড়, ১০ আগস্ট পর্যন্ত সব টিকিট বিক্রি শেষ

জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের টিকিট নিয়ে দর্শনার্থীদের ব্যাপক আগ্রহের মধ্যে আগামী ১০ আগস্ট পর্যন্ত সব টিকিট বিক্রি শেষ হয়ে গেছে। উদ্বোধনের পর থেকেই রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের সাবেক গণভবনে অবস্থিত এ জাদুঘরে দর্শনার্থীদের উপচেপড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। জাদুঘরে প্রতিদিন তিনটি নির্ধারিত সময়সূচিতে দর্শনার্থীদের প্রবেশের সুযোগ রাখা হয়েছে। সময়সূচিগুলো হলো- বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট এবং বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জাদুঘরের অনলাইন টিকিটিং ওয়েবসাইট ঘুরে দেখা যায়, ৭ থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত তিনটি সময়সূচির সব টিকিট 'সোল্ড আউট' দেখানো হচ্ছে। একইভাবে ১৪ ও ১৫ আগস্টের সব টিকিটও বিক্রি শেষ হয়েছে। এছাড়া ১১, ১২ ও ১৩ আগস্টের বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার সময়সূচির টিকিটও আর পাওয়া যাচ্ছে না।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জবির সব সংগঠনকে কর্মসূচি বন্ধ রাখার আহ্বান ছাত্রদলের

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব ছাত্রসংগঠনের কর্মসূচি বন্ধ রাখার দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর দেওয়া এক স্মারকলিপিতে এ দাবি জানায় সংগঠনটি। স্মারকলিপিতে ছাত্রদল জানায়, তারা পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নিলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তা স্থগিত রেখেছে। তবে প্রশাসনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে একটি ছাত্র সংগঠনের কিছু নেতাকর্মী কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নির্দেশনার পরিপন্থি বলে দাবি করেছে সংগঠনটি। স্মারকলিপিতে বলা হয়, ক্যাম্পাসে সবার জন্য সমান নীতি নিশ্চিত করতে প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্ত সব ছাত্র সংগঠনের ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রশাসনের নির্দেশনা অনুযায়ী সব ধরনের সাংগঠনিক কর্মসূচি বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয়। অন্যথায়, কোনো একটি সংগঠনকে কর্মসূচি পালনের সুযোগ দেওয়া হলে একই সুযোগ অন্য সংগঠনগুলোকেও দিতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে চট্টগ্রামে ১১ দলের স্মারকলিপি

গ্যাস সংকট, লোডশেডিং, বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, ভুতুড়ে বিল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছে ১১ দলীয় ঐক্য চট্টগ্রাম মহানগরী। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে নগরের লালদিঘী জেলা পরিষদ চত্বরে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। পরে মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন জোটের নেতাকর্মীরা। কর্মসূচি শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার (ভূমি

অধিগ্রহণ শাখা) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিছুর রহমান খান। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগর আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন, চট্টগ্রামে কয়েক দিন ধরে গ্যাস সংকট ও লোডশেডিংয়ের কারণে জনজীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পকারখানার কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। একই সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। বাজারে কৃত্রিম সংকট, মজুতদারি বা সিন্ডিকেট রয়েছে কি না- তা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ভারত আবারও শেখ হাসিনাকে 'টুলস' হিসেবে ব্যবহার করছে: রিজভী

ভারত আবারও শেখ হাসিনাকে 'টুলস' বা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলন করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যে দেশ নিজেদের বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশ বলে দাবি করে, তারা এটিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাকে অপমান করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশকে অবজ্ঞা করার জন্য। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) শহীদ পরিবারকে অনুদান প্রদান ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রিজভী এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে শহীদ জুলাই স্মৃতি সংসদ। বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ভারত শেখ হাসিনাকে দিয়ে বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও এখন আর পারছে না। সে কারণে শেখ হাসিনাকে আবারও 'টুলস' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। রক্তপান করা দানবকে বাংলাদেশ থেকে তাড়ানো হয়েছে। এখন একটি প্রশ্ন এসেছে- একজন পলাতক আসামি কি সেই দেশ (ভারত) থেকে রাজনীতি করার সুযোগ পেতে পারেন? ভারত আশ্রয় দিয়েছে, সেখানে থাকুক। কিন্তু সেখান থেকে বাংলাদেশে বিশৃঙ্খলা তৈরির জন্য অনর্গল অডিও রেকর্ড ও বার্তা পাঠানো হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, যে তারিখে শেখ হাসিনার পতন হয়েছে, সেই তারিখেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের সরকার এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু ভারতের সরকার বলেছে, এটার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান করতে গেলে তো সরকারের অনুমতি লাগে। সরকারের 'গ্রিন সিগনাল' না থাকলে একজন খুনি, পলাতক আসামি এবং তার ছেলে কীভাবে সংবাদ সম্মেলন করেন? বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, বাংলাদেশে আবারও শেখ হাসিনা এলে দেশে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে। তিনি কাউকে বাঁচতে দেবেন না। জুলাইয়ের চেতনা প্রসঙ্গে রিজভী বলেন, সবাইকে জুলাইয়ের চেতনা ধারণ করে কাজ করতে হবে। জুলাইয়ের কৃতিত্ব নিয়ে ভাগাভাগি করলে ক্ষতি সবারই হবে। পরাজিত শক্তির উত্থান ঘটলে এ দেশ চিরদিনের জন্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারাবে। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জাল শেয়ারে ঋণ আত্মসাৎ: ঢাকা ব্যাংকের সাবেক ৪ কর্মকর্তার কারাদণ্ড

জাল শেয়ারকে জামানত দেখিয়ে ঋণ অনুমোদন ও ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় দায়ের করা মামলায় ঢাকা ব্যাংকের সাবেক চার কর্মকর্তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন আদালত। পৃথক তিন ধারায় মোট ২০ বছরের সাজা দেওয়া হলেও সাজা একসঙ্গে কার্যকর হওয়ায় তাদের প্রত্যেককে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাভোগ করতে হবে। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১-এর বিচারক মুহা. হাসানুজ্জামান এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন— ঢাকা ব্যাংকের সাবেক কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগ ও ইনভেস্টমেন্ট বিভাগের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট আবু মোহাম্মদ সাঈদ খান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার প্রবীর কুমার ভৌমিক এবং শওকত আলী। রায়ে আদালত বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে প্রত্যেককে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এছাড়া জালিয়াতির অপরাধে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে আরও পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ জরিমানা পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত তিন মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি মীর আহম্মেদ আলী সালাম জানান, তিন ধারার সাজা একযোগে কার্যকর হবে। ফলে প্রত্যেক আসামিকে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাভোগ করতে হবে। রায় ঘোষণার সময় তিন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাদের সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। অন্যদিকে শওকত আলী আদালতে উপস্থিত না থাকায় তার সময়ের আবেদন খারিজ করে জামিন বাতিল এবং গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন বিচারক।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০ আগস্ট, তফসিল ঘোষণা

আগামী ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল ঘোষণার আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ইসিতে একটি অনানুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ ও তাহমিদা আহমদ উপস্থিত ছিলেন। তবে অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার ও আবুল ফজল মো.

সানাউল্লাহ দেশের বাইরে থাকায় বৈঠকে অংশ নেননি। পরে দুপুর ২টায় নির্বাচন ভবনে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে অনুমোদিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ কমিশন। এরপর নির্বাচনের বিস্তারিত সাংবাদিকদের জানান তিনি। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীরা ১৩ আগস্ট মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। ১৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই অনুষ্ঠিত হবে এবং ১৮ আগস্ট মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন। ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ২০ আগস্ট। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইনানুযায়ী, একজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে একজন সংসদ সদস্যকে প্রস্তাবক এবং আরেকজনকে সমর্থক হতে হবে। পাশাপাশি প্রার্থীর নিজেরও সম্মতিসূচক সইও থাকতে হবে। যদি প্রার্থীর সংখ্যা একজনের বেশি না হয়, তাহলে তাকে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হবে। তবে একাধিক প্রার্থী থাকলে সংসদের অধিবেশন কক্ষে বিধিমালা অনুযায়ী ভোট হবে। সংসদীয় গণতন্ত্র চালুর পর ১৯৯১ সালে একাধিক প্রার্থী হওয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট করতে হয়েছিল। পরে প্রতিবারই ক্ষমতাসীন দল মনোনীত প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদ সদস্যদের ভোটে। আর প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাতে 'নির্বাচনি কর্তা' হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় হবে মনোনয়নপত্র জমা, বাছাইয়ের স্থান। ভোটের স্থান হবে সংসদের অধিবেশন কক্ষ। আইনের সপ্তম ধারায় বলা হয়েছে- নির্বাচনি কর্মকর্তা নির্ধারিত দিন, সময় ও স্থানে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করবেন। প্রার্থী একজন হলে এবং পরীক্ষায় তার মনোনয়নপত্র বৈধ বিবেচিত হলে কমিশন তাকে নির্বাচিত ঘোষণা করবে। তবে একাধিক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বৈধ হলে নির্বাচনের জন্য তাদের নাম ঘোষণা করবে ইসি। গুরুতর অসুস্থতার কথা জানিয়ে গত ২৪ জুলাই বিকালে পদত্যাগ করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী, পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। আর সে পর্যন্ত স্পিকারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ২২ অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছে ইসি। প্রথা অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত স্পিকার কায়সার কামালের সঙ্গে ২৮ জুলাই প্রাথমিক আলোচনা সারেন সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন। বুধবার সংসদ সচিবালয় থেকে ভোটার তালিকা পেয়েছে ইসি। এরই মধ্যে ক্ষমতাসীন দল বিএনপির নীতিনির্ধারণী বৈঠকও হয়েছে। সভার আনুষ্ঠানিকতা সেরে এখন তফসিল ঘোষণা করলো ইসি। সবশেষ মো. সাহাবুদ্দিন ছিলেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপ্রধান। তার পদত্যাগের পর সাংবিধানিকভাবে এখন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে রয়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

চার বছরে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আসবে ১ কোটি ৬০ লাখ পরিবার

পাইলট প্রকল্প শেষে আগামী ১৬ আগস্ট ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। কিশোরগঞ্জ সদরের লতিফাবাদ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এই উদ্বোধন করবেন। এরপর চার বছরে এক কোটি ৬০ লাখ পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা হবে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ফ্যামিলি কার্ড-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভা শেষে এ তথ্য জানান সমাজকল্যাণমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেন, ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচিতে যাতে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি বাদ না পড়ে এবং অযোগ্য কেউ অন্তর্ভুক্ত না হন, সে জন্য তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটি একটি চলমান বা 'ডাইনামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি' ব্যবস্থা। মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তথ্য নিয়মিত সংশোধন করা হবে। মন্ত্রী জানান, ইউনিয়ন পর্যায়ে তথ্য যাচাই-বাছাই করা হবে, যাতে কেউ বাদ না পড়েন এবং অযোগ্য কেউ সুবিধাভোগীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না হন। ভাতা ও ফ্যামিলি কার্ড বিতরণে যে দুর্বলতা রয়েছে, তা কমানোই সরকারের লক্ষ্য। এজন্য নিয়মিত তথ্য সংশোধন ও পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকবে। তিনি বলেন, কেউ দরিদ্র থেকে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত হতে পারেন। আবার মধ্যবিত্ত থেকেও কেউ দরিদ্র হয়ে যেতে পারেন। এজন্য এটি হবে একটি গতিশীল ব্যবস্থা, যেখানে নিয়মিত তথ্য সংশোধন চলবে। মন্ত্রী উল্লেখ করেন, এ কর্মসূচিতে কোনো ধর্ম, গোত্র বা রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কাউকে সুবিধা দেওয়া বা বঞ্চিত করার সুযোগ নেই। সরকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনের নীতির আলোকে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি জানান, আগামী ১৬ আগস্ট কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার লতিফাবাদ ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে প্রধানমন্ত্রী কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এরপর অক্টোবরের শেষ নাগাদ পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়নে কার্যক্রম শুরু করা হবে। একসঙ্গে সারাদেশে এটি বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। জাহিদ হোসেন বলেন, চার বছরের মধ্যে প্রায় এক কোটি ৬০ লাখ পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এর বেশিও হতে পারে। চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ভর করবে তথ্য সংগ্রহ ও মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর। তিনি জানান, পরিবারের নারী সদস্যদের হাতে সহায়তার অর্থ পৌঁছালে তা শিশুদের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, হাঁস-মুরগি পালন, গাছ লাগানো, কুটিরশিল্প, সেলাই ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কার্যক্রমে কাজে লাগবে। এর মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন বাড়বে, তেমনি গ্রামীণ দারিদ্র্য কমাতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। মন্ত্রী আরও বলেন, পাইলট প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের খোঁজ নিয়ে ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। এখন থেকে অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, দারিদ্র্য কতটা কমছে এসব বিষয়ও নিয়মিত

মূল্যায়ন করা হবে। অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এবং দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে স্বাধীন গবেষণাও পরিচালনা করা হবে। তবে এ ধরনের গবেষণার জন্য অন্তত ছয় মাস সময় দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

নদীদূষণ রোধে কঠোর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে অবহেলার সুযোগ নেই

নদীদূষণ রোধে কঠোর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণে কোনো ধরনের অবহেলার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, নদীদূষণ এখন দুর্বিষহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। তাই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি এর কার্যকর বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত 'বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ও পরিবেশ উন্নয়ন'–বিষয়ক এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি শাহাদাৎ স্বাধীন বৈঠকের বরাতে এসব তথ্য জানান। বৈঠকে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা এবং রাজধানী-সংলগ্ন অন্য নদীগুলোর বর্তমান পরিবেশগত অবস্থা, দূষণের উৎস, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বৈঠকে ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দূষণ রোধে দ্রুত একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে এ কর্মসূচির বাস্তবায়ন তদারকিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। আলোচনায় শিল্পকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে নিঃসরণ, অপর্যাপ্ত পয়োনিষ্কাশন ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা, খালগুলোর নাব্য হ্রাস এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতাকে নদীদূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বৈঠকে নদীদূষণ রোধে শিল্পকারখানায় বর্জ্য শোধনাগার (ইটিপি) কার্যকরভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করা, খাল ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দূষণকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, বিদ্যমান পরিবেশ আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), রাজউক, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অন্য সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বিতভাবে কাজ করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী এ কার্যক্রমে পরিবেশবাদী সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার নির্দেশ দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

মহেশখালী টার্মিনাল থেকে জাতীয় গ্রিডে যাচ্ছে ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস

কক্সবাজারের মহেশখালীর ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ- ফ্লোটিং স্টোরেজ এন্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট) থেকে এখন ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে। বুধবার সন্ধ্যা থেকে বেড়েছে ২৩০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) দুপুরে বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় গ্রিডে গ্যাস সরবরাহ দেওয়া পেট্রোবাংলার প্রতিষ্ঠান রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের (আরপিজিসিএল) চট্টগ্রামের উপ-মহাব্যবস্থাপক (এলএনজি) প্রকৌশলী মো. নাছির উদ্দীন। তিনি বলেন, বর্তমানে ৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সঞ্চালন করা হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত এফএসআরইউ কয়েকদিনের মধ্যে পুরোপুরি মেরামত সম্পন্ন হলে পুরোদমে গ্যাস সঞ্চালন শুরু হবে। এর আগে, গত ২১ জুলাই এক্সিলারেট এনার্জির এফএসআরইউতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় টার্মিনালটির পুরো অপারেশন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আমদানিকৃত এলএনজি থেকে জাতীয় গ্রিডে প্রাকৃতিক গ্যাস সবররাহ অর্ধেকে নেমে আসে। নিয়মিতভাবে ৯৫০ থেকে এক হাজার মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করে আরপিজিসিএল। এদিকে, গ্যাস সংকটে ৫ আগস্ট তৈরি পোশাক খাতে দেশের অন্যতম বৃহত্তম রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম ইপিজেডে প্যাসিফিক জিন্স গ্রুপ তাদের নয়টি কারখানা ছুটি ঘোষণা করেছে। তাছাড়া, দেশে চলমান গ্যাস সংকটে গভীর উদ্বেগ জানিয়ে দ্রুত সমাধানের আহবান জানিয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি খলিলুর রহমান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

আর যেন কেউ শিকল পরানোর সুযোগ না পায়, সেই কাঠামো গড়তে চাইঃ তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, 'এবারের শিকল ভাঙার মধ্য দিয়ে আমাদের শুধু নতুন করে জাগ্রত হলেই চলবে না, আর যেন কখনোই কেউ শিকল পরানোর সুযোগ না পায়, সেরকম একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আমরা তৈরি করতে চাই।' বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের (পিআইডি) সম্মেলন কক্ষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে 'শিকল ভাঙার জুলাই' শীর্ষক প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। জহির উদ্দিন স্বপন বলেন, 'বাংলাদেশ জন্মের ৫৫ বছর পেরিয়ে গেছে, অথচ শিকল ভাঙতে হচ্ছে এখনও। একটি স্বাধীন দেশ এবং তার মালিক জনগণ—তাদের কণ্ঠ, অধিকার ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে বারবার শিকলে বাঁধা হয়েছে। এই শিকলবদ্ধতার কারণেই দেশ ও জাতি তাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জনে পৌঁছাতে পারেনি। তাই এবারের শিকল ভাঙার মধ্য দিয়ে আমাদের শুধু নতুন করে জাগ্রত হলেই চলবে না, আর যেন কখনোই কেউ শিকল পরানোর সুযোগ না পায়, সেরকম একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো আমরা তৈরি করতে চাই।' তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, 'বারবার

শিকল ভাঙতে আমাদের রক্ত দিতে হয়েছে, প্রাণ দিতে হয়েছে, বিসর্জন দিতে হয়েছে। অথচ পৃথিবীর অনেক দেশ ধারাবাহিকভাবে তাদের সমৃদ্ধির পথ ধরে রাখতে পেরেছে বলেই বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়নি।' অতীতের আন্দোলনের সঙ্গে এবারের আন্দোলনের পার্থক্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'আগের আন্দোলনগুলো ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনঅসন্তোষ ও জনবিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পর আবারও পুরোনো ব্যবস্থা ফিরে এসেছে। এবার আমরা ফ্যাসিবাদ হটানোর পাশাপাশি দেশ গড়ার কথাও ভেবেছি। জনগণকে সেই পরিকল্পনা জানিয়েই আমরা এগিয়েছি।' তিনি বলেন, 'অর্জিত প্রাণ ও রক্তের বিনিময়ে পাওয়া বিজয়কে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হলে পুরোনো ব্যবস্থা দিয়ে তা সম্ভব নয়। তাই একদিকে যেমন শিকল ভাঙার কথা বলেছি, অন্যদিকে রাষ্ট্রকাঠামো ও রাজনীতিকে মেরামতের কথাও বলেছি। আমাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারের মাধ্যমে জনগণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'অতীতে কখনোই আন্দোলন-সংগ্রামের আগে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল আন্দোলন-পরবর্তী লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেনি। এমনকি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও এমন লক্ষ্য নির্ধারিত ছিল না। এবারের শিকল ভাঙার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, শিকল ভাঙার পর আমরা কী করব, তা আমাদের নেতা তারেক রহমান ৩১ দফার মাধ্যমে আগেই বলেছেন। আমরা সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলছি।' তিনি বলেন, 'আমি এই সংকলনের মোড়ক উন্মোচনের মাধ্যমে জাতিকে জানিয়ে রাখতে চাই, আমরা যেমন শিকল ভাঙতে পেরেছি, তেমনি শিকলমুক্ত গণতান্ত্রিক একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতেও আমাদের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।' অনুষ্ঠান শেষে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সংবাদ সম্মেলন প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি নিশ্চিত, আপনারা সবাই আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিক্রিয়া দেখেছেন। তথ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, সেটারই প্রতিধ্বনি করছি।' (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির ২০ লাখ লোক চাঁদাবাজিতে নেমেছে: কর্নেল অলি

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, আওয়ামী লীগ চলে যাওয়ার পর বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ও রাস্তাঘাট খালি ছিল। এখন বিএনপির ২০ লাখ লোক চাঁদাবাজিতে নেমে গেছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে ১১ দলীয় ঐক্যের অবস্থান কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। ড. অলি আহমদ বলেন, গত তিন মাসে ৩১ হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপি হয়েছে। সরকার যেভাবে দেশ পরিচালনা করছে, তাতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসছে না বলে তিনি দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, আওয়ামী লীগ চলে যাওয়ার পর বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ড, ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ও রাস্তাঘাট খালি ছিল। এখন বিএনপির ২০ লাখ লোক চাঁদাবাজিতে নেমে গেছে। সুতরাং, সবকিছুতেই শুধু 'নাই, নাই' বললে হবে না। এলডিপি সভাপতি বলেন, আমি প্রথম দিন থেকেই বলেছি, সরকার পরিচালনার জন্য শিক্ষিত, দক্ষ ও জ্ঞানী মানুষের প্রয়োজন। ব্যাংক খেলাপিদের দিয়ে দেশ চালানো যাবে না, চোরদের দিয়ে দেশ চালানো যাবে না। অতীতে যাদের দুর্নীতির রেকর্ড রয়েছে, তাদের দিয়েও দেশ পরিচালনা সম্ভব নয়। কর্নেল অলি বলেন, বর্তমান বাস্তবতায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনগণের দাবি-দাওয়া আদায়ে যা যা করণীয় তা ঐক্যবদ্ধভাবে করতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

দীর্ঘ স্থবিরতা কাটিয়ে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে টেকনাফ স্থলবন্দরে

দীর্ঘদিনের স্থবিরতা কাটিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফ স্থলবন্দরে শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। রপ্তানি কার্যক্রমে গতি এলেও আমদানিতে এখনো আশানুরূপ অগ্রগতি নেই। তবুও বন্দরজুড়ে ফিরেছে কর্মচাঞ্চল্য। জানা গেছে, মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘাত শুরু হওয়ার পর প্রায় এক বছর টেকনাফ স্থলবন্দরের মাধ্যমে সীমান্ত বাণিজ্য কার্যত বন্ধ ছিল। দীর্ঘ বিরতির পর ২০২৬ সালের মে মাস থেকে মিয়ানমার থেকে কাঠবোঝাই কয়েকটি ট্রলার টেকনাফ স্থলবন্দরে আসতে শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সচল হতে থাকে। ফলে বাণিজ্য পুনরায় শুরু হওয়ায় বন্দরের ব্যবসায়ী, শ্রমিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। এদিকে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে স্থলবন্দর সংলগ্ন কক্সবাজার-টেকনাফ হাইওয়ে সড়কের পাশের ছোট ছোট চায়ের দোকানসহ স্থানীয় ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানান, রপ্তানি কার্যক্রমে কিছুটা গতি এলেও প্রত্যাশিত মাত্রায় আমদানি এখনো শুরু হয়নি। টেকনাফ বন্দরের শ্রমিক আলী আজগর বলেন, বর্তমানে বন্দরের কার্যক্রম চালু হওয়ায় শ্রমিকরা নিয়মিত কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। তবে দীর্ঘদিন বন্দরে কাজ বন্ধ থাকায় অনেক শ্রমিককে চরম আর্থিক সংকটে পড়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এখন কাজ শুরু হওয়ায় সেই দুর্ভোগ কিছুটা কাটতে শুরু করেছে। আমরা আশা করছি, আগের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম ফিরে আসবে। এতে আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে, কর্মসংস্থান আরও বৃদ্ধি পাবে এবং শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা স্বাভাবিক গতিতে ফিরে আসবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

মাগুরায় গণহত্যাকারীর বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে জেলা ছাত্রদল। মিছিলে শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে স্লোগান দেয় ছাত্রদল সহ জেলা বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বেলা ১১টায় মাগুরা

সরকারি হোসেন শহীদ সরোয়ারদী কলেজের সামনে থেকে মিছিল বের হয়ে শহরে চৌরঙ্গের মোড়, ঢাকা রোড ও ভায়নার মোড়ে গিয়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এসময় মিছিলে জেলা ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সংক্ষিপ্ত সমাবেশ পৌর বিএনপির সভাপতি মাসুদ হাসান খান কিজিল বলেন, খুনি হাসিনা এ দেশের সাধারণ মানুষের উপর নির্বিচারে অত্যাচার চালিয়েছে। গণহত্যাকারীর দ্রুত ফাঁসির রায় কার্যকরের দাবি জানান নেতাকর্মীরা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ধর্ষণের পর শিশু হত্যায় এক ভাইয়ের মৃত্যুদণ্ড, দুই ভাই খালাস

সিলেটের শিশু ফাহিমা আক্তার হত্যা মামলায় প্রধান আসামি জাকির হোসেনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একইসঙ্গে তাকে পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সিলেট মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আবু উবায়দা এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আসামি জাকির হোসেনের দুই ভাই জয়নাল অবেদিন ও আবুল কালামকে খালাস দেওয়া হয়েছে। সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) বদরুল ইসলাম চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামলায় জাকির হোসেনের দুই ভাইয়ের সম্পৃক্ততা না পাওয়ায় আদালত তাদের খালাস দিয়েছেন। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা যায়, গত ৭ মে সিলেট সদর উপজেলার কান্দিগাঁও ইউনিয়নের সোনাতলা গ্রামে প্রতিবেশী জাকির হোসেন সিগারেট আনতে পাঠানোর অজুহাতে চার বছরের শিশু ফাহিমাকে ঘরে আটকে ধর্ষণ করেন। এসময় শিশুটি অজ্ঞান হয়ে পড়লে গলা টিপে হত্যা করা হয়। ধরা পড়ার ভয়ে মরদেহ সুটকেসে করে দুদিন নিজ ঘরে লুকিয়ে রাখেন। পরে বাদাঘাট এলাকার একটি ডোবায় ফেলে দেন জাকির হোসেন। এ ঘটনায় ৮ মে জালালাবাদ থানায় হত্যা মামলা করা হয়। গ্রেফতারের পর জাকির হোসেন পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করেন। ঘটনার ৩৩ দিন পর জাকির ও তার দুই ভাইকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ। ১ জুলাই থেকে মামলার বিচারকাজ শুরু হয়। প্রায় এক মাসের বিচার প্রক্রিয়া শেষে আজ রায় ঘোষণা করা হলো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

জুলাই শহীদদের অপমানের জন্য হাসিনাকে কথা বলার সুযোগ দেয় ভারত: রিজভী

শেখ হাসিনাকে বক্তব্য দেওয়ার বিষয়টি ভারতের নীতি-নির্ধারকদের পরিকল্পিত আয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ও বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে দাবি করা একটি দেশে তাকে রাজনীতি ও বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ওই শহীদদের প্রতি, যাদের রক্ত ঝরিয়েছে শেখ হাসিনা, তাদের অপমান করার জন্যই এই সুযোগটা করে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এমন মন্তব্য করেন। এর আগে অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) ৩৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে জিয়া উদ্যানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সমাধিতে ফাতেহা পাঠ, দোয়া ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ কর্মসূচিতে ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক ডা. হারুন আল রশিদ ও মহাসচিব ডা. মো. জহিরুল ইসলাম শাকিল উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, শেখ হাসিনা পলাতক একজন আসামি। তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে, নানা খুনের মামলা ও দুর্নীতির মামলায় বিচার চলছে তার। তিনি একটি দেশে পালিয়ে গেছেন। ২০১৩ সালের প্রত্যর্পণ আইনের মাধ্যমে তাকে ফেরত দেওয়া সম্ভব। এজন্য সরকার চিঠি দিয়েছে, কিন্তু সেই চিঠির কোনো জবাব দেওয়া হয়নি। রিজভীর ভাষ্য, একজন পলাতক আসামিকে প্রত্যাবাসনের জন্য যে আইনে দুই দেশ চুক্তি করেছে, সেই চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে ফিরিয়ে না দিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি অপমান। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ-যাকে আমরা বন্ধুরাষ্ট্র বলি, আমরা সমমর্যাদার ভিত্তিতে পরস্পর অবস্থান করবো, সেখানে একজন পলাতক আসামিকে তার রাজনৈতিক বক্তব্য তুলে ধরার জন্য সুযোগ করে দেওয়া হলো তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের সহযোগিতায়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমরা মনে করি, আমাদের যে মিউচুয়াল ট্রাস্ট, মিউচুয়াল রেসপেক্টকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমাদের যে ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্স, সেই ইন্টারনাল অ্যাফেয়ার্সেও এটা এক ধরনের হস্তক্ষেপ বা ইন্টারফারেন্স। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ও পরিকল্পিতভাবে শেখ হাসিনাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে মন্তব্য করে রিজভী বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে বাংলাদেশ সরকার এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতের সরকারকে অবহিত করলেও তাতে সাড়া দেওয়া হয়নি। যেদিন এই দেশে একটি তুমুল আন্দোলন, গণতন্ত্রের জন্য, অবাধে আমাদের রাজনীতি করার সুযোগের জন্য, এদেশের জনগণের কথা বলার জন্য, আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে যে গণজাগরণ ও মহাবিপ্লব সম্পন্ন হলো এবং তিনি পালিয়ে গেলেন। সেই দিনেই এই প্রোগ্রামটি দিল্লিতে হচ্ছে আর সেখানে শেখ হাসিনাকে বক্তৃতা করতে দেওয়া হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের পরিকল্পিত একটি বিষয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

আমিরাতে জনতা ব্যাংকের ৪ শাখা বন্ধের মুখে, ঝুঁকিতে রেমিট্যান্স প্রবাহ

মূলধনের ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) রাষ্ট্রায়ত্ত জনতা ব্যাংকের চারটি শাখা বন্ধের (উইন্ডিং-ডাউন) মুখে পড়েছে। যা দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্টরা। আমিরাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে গত ১৫ জুলাই জনতা

ব্যাংককে চিঠি দিয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের জরুরি হস্তক্ষেপ চেয়ে উদ্যোগ নিয়েছে ব্যাংকটির কর্তৃপক্ষ। জনতা ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানায়, ইউএই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিমালা অনুযায়ী সেখানে চারটি শাখা পরিচালনার জন্য কমপক্ষে ৪০০ মিলিয়ন দিরহাম মূলধন থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বর্তমানে জনতা ব্যাংকের মূলধন রয়েছে প্রায় ১০০ মিলিয়ন দিরহাম। প্রয়োজনীয় মূলধন নিশ্চিত করতে না পারায় শাখাগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয় দেশটির নিয়ন্ত্রক সংস্থা। সূত্র আরও জানায়, গত ২২ এপ্রিল মূলধন ঘাটতির বিষয়টি জনতা ব্যাংককে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছিল। এরপর প্রায় তিন মাস অতিবাহিত হলেও কার্যকর কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় ইউএই কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা বন্ধের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

নদীভাঙন রোধে বিন্না ঘাস ব্যবহারের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নদী ও খালপাড়ের ভাঙন রোধ, উপকূলীয় বাঁধ সংরক্ষণ এবং সড়ক ও রেললাইনের পাশে কংক্রিটের ব্লক ও জিও ব্লকের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বিকল্প হিসেবে বিন্না ঘাস ব্যবহারের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নদী ও খালপাড় রক্ষায় বিন্না ঘাসের ব্যবহার নিয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোকে এ নির্দেশনা দেন সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীর ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি শাহাদাৎ স্বাধীন এসব তথ্য জানান। সভায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) উপ-উপাচার্য (প্রো-ভিসি) ও পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম দেশের নদী ও খালপাড়ের ভাঙন রোধ, উপকূলীয় বাঁধ সংরক্ষণ, চরাঞ্চল ও হাওরের সড়ক এবং সড়ক ও রেললাইনের পাশে কংক্রিটের ব্লক ও জিও ব্লকের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বিন্না ঘাস ব্যবহারের ওপর একটি উপস্থাপনা দেন। উপস্থাপনায় তিনি জানান, নদী ও খালপাড়ের ক্ষয় রোধে বিন্না ঘাস একটি কার্যকর, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই সমাধান হতে পারে। এরই মধ্যে দেশের কয়েকটি স্থানে এ ঘাস পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর ইতিবাচক ফলাফল বিবেচনা করে বৃহত্তর পরিসরে প্রকল্প আকারে বাস্তবায়নের বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী পরিবেশ সুরক্ষায় এ ধরনের বিকল্প ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

অভিবাসন ব্যবস্থাপনা দেশের স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার অংশ

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম বলেছেন, বর্তমান বিশ্ব ও পরিবর্তনশীল ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় অভিবাসন ব্যবস্থাপনা শুধু অর্থনীতি, কর্মসংস্থান বা শ্রমবাজারের বিষয় নয়- এটি একটি দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, সীমান্ত নিরাপত্তা, মানবিক সুরক্ষা এবং সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) রাজধানীর মিরপুর সেনানিবাসে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি) আয়োজিত 'মাইগ্রেশন গভর্ন্যান্স অ্যাজ এ ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইনস্ট্রুমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বিইউপিতে এসে পৌঁছালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মেজর জেনারেল মো. মাহবুব-উল আলম তাকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে বিইউপির ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা, ডিন, শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। মূল বক্তব্যে ড. এ কে এম শামছুল ইসলাম বলেন, বর্তমান বিশ্বে নিরাপত্তার ধারণা আর শুধু রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড ও ভৌগোলিক সীমান্ত রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মানুষের নিরাপদ চলাচল, বৈধ কর্মসংস্থান, সীমান্ত অতিক্রমের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া এবং বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষাও এখন জাতীয় নিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত অভিবাসন নিশ্চিত করা না গেলে তা দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, সীমান্ত ব্যবস্থাপনা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী আয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা, বৈধ ও নিরাপদ অভিবাসনের সুযোগ সম্প্রসারণ এবং বিদেশগামী নাগরিকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে অনিয়মিত অভিবাসন, প্রতারণা, মানবপাচার ও আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের কার্যক্রম প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা বলেন, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিকরা দেশের অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংকটকালীন সহায়তা প্রদানের সক্ষমতা আরও জোরদার করা প্রয়োজন। একটি সুসংহত, মানবিক ও নিরাপত্তাসচেতন অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তাকেও আরও সুদৃঢ় করবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

রাঙ্গুনিয়ায় আওয়ামী লীগের দুই নেতাসহ গ্রেফতার ৬

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দুই নেতাসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে নাশকতা, মাদক ও বন আইনের পৃথক মামলার অভিযোগ রয়েছে। বুধবার (৫ আগস্ট) উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, গত ২০২৫ সালের ২২ জানুয়ারি দায়ের হওয়া একটি নাশকতা মামলায় উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাছের উদ্দিন

(৪৪) এবং পোমরা ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. হোসেনকে (৪৩) গ্রেফতার করা হয়। নাছের উদ্দিন মরিয়মনগর ইউনিয়নের সওদাগরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে আরও একাধিক মামলা রয়েছে। মো. হোসেনের বাড়ি পোমরা ইউনিয়নের মাস্টার টিলা এলাকায়। এদিকে পৃথক অভিযানে ৩০০ পিস ইয়াবাসহ মনোয়ারা বেগম (৫৫) নামে এক নারীকে আটকের পর তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

বাইকার গ্যাংয়ের কাছে ছিল ১ লাখ ইয়াবা, পাঁচ মোটরসাইকেলসহ আটক ৬

কক্সবাজার থেকে এক লাখ ইয়াবার চালান নিয়ে একটি বাইকার গ্যাং চট্টগ্রাম শহরে ফিরছিল। তারা প্রায় গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও রুট পরিবর্তন করে বিকল্প পথ দিয়ে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে র‍্যাব-৭-এর অভিযানে তাদের ছয় জনের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রামের পটিয়া পৌরসভার ডাকবাংলো এলাকা থেকে প্রায় ১ লাখ পিস ইয়াবাসহ ৬ জনকে আটক এবং ইয়াবা পরিবহনে ব্যবহৃত ৫টি মোটরসাইকেল জব্দ করে র‍্যাব-৭। তাৎক্ষণিকভাবে আটক ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। র‍্যাব-৭ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে যে ইয়াবা পরিবহনকারী একটি মোটরসাইকেল গ্যাং কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রাম শহরের দিকে আসছে। মোটরসাইকেলগুলো পটিয়া বাইপাস সড়ক ব্যবহার না করে ভেতরের সড়ক দিয়ে চলাচল শুরু করলে তাদের গতিবিধি গোয়েন্দা তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়। পরে নিশ্চিত হয়ে পটিয়া পৌরসভার ডাকবাংলো এলাকায় মোটরসাইকেলগুলো থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে আনুমানিক ১ লাখ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। অভিযানের পুরো বিষয় সংবাদ সম্মেলনে জানানো হবে বলে জানান তিনি। র‍্যাব-৭-এর জনসংযোগ কর্মকর্তা এআরএম মোজাফফর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানটি পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আনুমানিক ১ লাখ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত ৫টি মোটরসাইকেল জব্দ এবং ৬ জনকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ব্রিজের নিচে পড়েছিল নারীর মাথা ও দুই হাত, বাকি অংশ পাওয়া যায়নি

রাজধানীর সবুজবাগে অজ্ঞাতপরিচয় নারীর অর্ধগলিত খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করেছে থানা পুলিশ। পুলিশের ধারণা ২-৩ দিন আগে তাকে হত্যা করে মরদেহ টুকরো টুকরো করা হয়। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে সবুজবাগের কালভার্ট ব্রিজের নিচ থেকে ওই নারীর খণ্ডিত মরদেহ উদ্ধার করে ডিএমপির সবুজবাগ থানা পুলিশ। সবুজবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহের মাথা ও দুই হাত পাওয়া গেছে। বাকি অংশ এখনো পাওয়া যায়নি। খণ্ডিত মরদেহ দেখে বোঝা যায় তিনি একজন নারী। ধারণা করা হচ্ছে, ২-৩ দিন আগে তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, নিহত নারীর নাম-পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বিশেষজ্ঞ টিমকে আসতে বলেছি। হাতের আঙুলের ছাপ নিয়ে পরিচয় জানার চেষ্টা করবো। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম চলমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ছাত্রদল এখন ছাত্রলীগে রূপান্তরিত হয়েছে: গোলাম পরওয়ার

'ছাত্রদল এখন ছাত্রলীগে রূপান্তরিত হয়েছে'—এমন মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এ প্রসঙ্গে সরকারের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, তাদের (ছাত্রদল) সংযত করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করুন। অন্যথায় ভবিষ্যৎ পরিণতি ভালো হবে না। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে ১১-দলীয় ঐক্যের অবস্থান কর্মসূচিতে দেওয়া বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, বিরোধী দল অহেতুক ইস্যু তৈরি করে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে। কিন্তু দেশের বাস্তবতাই প্রমাণ করে জনগণের দাবি আদায়ে আন্দোলনের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তিনি বলেন, যে দেশের মানুষের চুলায় হাঁড়ি চড়ে না, শিক্ষাঙ্গনে রক্ত ঝরে, কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, বিদ্যুৎ সংকট লেগেই থাকে, দুর্নীতি চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং শহীদ পরিবারের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না—সেই দেশে আন্দোলনের ইস্যুর কোনো অভাব নেই। ১১-দলীয় ঐক্যের পক্ষ থেকে সরকারের উদ্দেশে তিনি বলেন, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কমান। জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করুন। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর উদ্যোগ নিন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

ডায়াবেটিস প্রতিরোধে বিজ্ঞান ও ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজে লাগাতে হবে

শুধু হাসপাতাল বা চিকিৎসাসেবা দিয়ে ডায়াবেটিস প্রতিরোধ সম্ভব নয় উল্লেখ করে বিজ্ঞান, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক অংশীদারিত্বকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ড. এম এ মুহিত। তিনি বলেন, আমাদের জীবনাচরণ ও সামাজিক কাঠামো তৈরিতে ধর্মীয় নেতাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইমাম, পাদ্রি এবং অন্য ধর্মীয় প্রতিনিধিরা যদি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, আচরণগত পরিবর্তন ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরামর্শ দেন, তবেই সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ইন্টারন্যাশনাল প্রিভেনশন সামিট-২০২৬-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্য

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শুরু থেকেই ধর্মীয় নেতাদের সম্মানী ও ভাতার ব্যবস্থা করেছে। তবে এই সম্পৃক্ততা শুধু ভাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজে লাগাতে হবে। গবেষণার তথ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে ধর্মীয় মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে আয়োজিত ডায়াবেটিস প্রতিরোধ কার্যক্রম উচ্চঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে 'টাইপ-টু' ডায়াবেটিসের হার প্রায় ৪২ থেকে ৪৩ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে সক্ষম হয়েছে। এটি বিজ্ঞান ও ধর্মীয় বিশ্বাসের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। তিনি বলেন, মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ—সব ধর্মের নেতাদের অংশগ্রহণে এ সম্মেলনে 'ঢাকা ডিক্লেয়ারেশন' বা ঢাকা ঘোষণা বাস্তবায়ন বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রীতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ঢাকা রিজিনাল হাবের হেড আলী এম খান, গ্লোবাল মেটাবলিক হেলথ অ্যালায়েন্সের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. অমিত গুপ্ত, ডায়াবেটিস ইন এশিয়া স্টাডি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর আব্দুল বাসিত, আইডিএফ সাউথ-ইস্ট এশিয়ার চেয়ার ড. বংশী সাবু, জাইকার চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ তাকাহাশি জুনকো, ওআইসির অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মো. আফতাব আহমেদ খোখোর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ ডেপুটি রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. রাজেশ নারওয়াল, ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশনের বোর্ড মেম্বার সোবিয়া আকরাম ও ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর পিটার শোয়ার্জ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

বারিধারায় পাকিস্তান হাইকমিশনারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ড

রাজধানীর বারিধারায় পাকিস্তান হাইকমিশনারের সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হাইকমিশনার ইমরান হায়দার ও তার স্ত্রী নাইমা ইমরান আহত হয়েছেন। তাদের রাজধানীর গুলশানের কন্টিনেন্টাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এখন টিভিকে কন্টিনেন্টাল হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে দুজনকে হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তারা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়, ভোর আনুমানিক ৪টা ৫৫ মিনিটে বাসভবনে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। আগুনের ধোঁয়ায় শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে হাইকমিশনার ও তার স্ত্রী হাসপাতালে ভর্তি হন। হাসপাতাল সূত্র জানায়, চিকিৎসক ডা. আমিনা সুলতানার তত্ত্বাবধানে তাদের চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে দুজনের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধানে কাজ করছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

দেশের সব বিমানবন্দরে নিরাপত্তা জোরদারের নির্দেশ

আসন্ন আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার নিরাপত্তা অডিট সফলভাবে সম্পন্ন করতে দেশের বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার কড়া নির্দেশ দিয়েছে সরকার। পাশাপাশি ভিআইপি ও সিআইপিসহ সব যাত্রীর জন্য অভিন্ন নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ এবং বিমানবন্দর এলাকায় অননুমোদিত ড্রোন উড্ডয়ন রোধে অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সদর দফতরে পুনর্গঠিত জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কমিটির প্রথম সভায় এসব গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানের সভাপতিত্বে এবং প্রতিমন্ত্রী এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাতের উপস্থিতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মন্ত্রী আফরোজা খানম জানান, আইসিএও অডিটের ফলাফলের সঙ্গে দেশের ভাবমূর্তি সরাসরি জড়িত। তাই সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণগুলোর বিষয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নিশ্চিত করতে হবে। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভিআইপি বা সাধারণ যাত্রী ভেদে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না এবং সবার জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে বলে তিনি স্পষ্ট করেন। এছাড়া প্রবাসী যাত্রীদের উন্নত সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে সমন্বিতভাবে কাজ করার তাগিদ দেওয়া হয়। প্রতিমন্ত্রী এম. রশিদুজ্জামান মিল্লাত জানান, বিমানবন্দর এলাকার আকাশসীমা সুরক্ষায় অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও স্ক্যানারের পর্যাপ্ত মজুত রাখার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রায় তিন বছর পর অনুষ্ঠিত এই কমিটির সভায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময় ও সমন্বয় বৃদ্ধি, আধুনিক নিরাপত্তা প্রযুক্তির সংযোজন, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশপথের নিরাপত্তা জোরদার এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

র‍্যাব বিলুপ্ত করে আসছে এসআরবি

র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব বিলুপ্ত করে 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি)নামে নতুন একটি বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে 'স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন এসআরবি আইন, ২০২৬'-এর খসড়া জনমতের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। খসড়ায় র‍্যাবের বিদ্যমান কাঠামোকে

আইনি ভিত্তি দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে নতুন এই বিশেষায়িত ইউনিট গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসআরবির দায়িত্ব, অভিযান পরিচালনা, মামলা তদন্ত, সদস্যদের শৃঙ্খলা এবং নাগরিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য পৃথক অভিযোগ প্রতিকার কমিটি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, খসড়াটি চূড়ান্ত হওয়ার পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত নেওয়া হবে। এরপর মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে। সেখানে অনুমোদন পেলে আইনটি জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হবে। নতুন আইন কার্যকর হলে র‍্যাব-সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনি ভিত্তি বিলুপ্ত হবে। তবে নতুন বিধিমালা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত আগের কিছু বিধান প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ কার্যকর থাকবে। খসড়া অনুযায়ী, এসআরবি হবে বাংলাদেশ পুলিশের অধীন একটি বিশেষায়িত ইউনিট। এর নেতৃত্বে থাকবেন অতিরিক্ত আইজিপি পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালক। প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাটালিয়ন, কম্পানি, প্লাটুন ও সেকশন গঠন করা যাবে। বাহিনীর সদর দপ্তর ঢাকায় থাকলেও দেশের যেকোনো স্থানে ইউনিট স্থাপনের সুযোগ রাখা হয়েছে। শুধু পুলিশ নয়, অন্যান্য শৃঙ্খলা বাহিনী থেকেও সদস্যদের প্রেষণে এনে এসআরবি গঠন করা যাবে। প্রেষণে নিয়োগের মেয়াদ ন্যূনতম দুই বছর রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

৮ কার্গো এলএনজি, ৫ হাজার টন এলপিজি কেনার নীতিগত অনুমোদন

দেশে জরুরি জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৮ কার্গো তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এলএনজি এবং ৫ হাজার মেট্রিক টন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজি কেনার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি। বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠকে দেশে আপৎকালীন এলপিজির চাহিদা পূরণ, এলপিজি বাজারে সরকারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে স্পিড মার্কেটিং করপোরেশনের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রয়ে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে ৫ হাজার মেট্রিক টন এলপিজি কেনার প্রস্তাবের নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়। এই এলপিজির মধ্যে প্রোপেনের পরিমাণ থাকবে ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ এবং বিউটেনের পরিমাণ ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ। সৌদি আরামকোর সিপি মূল্যের সঙ্গে প্রতি মেট্রিক টনে অতিরিক্ত ৯৭ মার্কিন ডলার দরে এলপিজি কেনা হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

বড় সুখবর পেলেন প্রায় সোয়া লাখ শিক্ষক কর্মচারী

১ লাখ ১৯ হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীরা এবার বড় সুখবর পেলেন। অবসর ও কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থের অপেক্ষায় থাকা এসব শিক্ষকদের আটকে থাকা অর্থ বিতরণের সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আগামী ১৫ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংক্রান্ত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ পাবেন ৪৪ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী। আর অবসর সুবিধা বোর্ডের অর্থ পাবেন ৭৫ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী। সব মিলিয়ে ১ লাখ ১৯ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর মধ্যে এ অর্থ বিতরণ করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, অবসরের অপেক্ষায় থাকা ১ লাখ ৫ হাজার ৬৪৪ শিক্ষক-কর্মচারীর পাওনা পরিশোধে প্রায় ৯ হাজার ৭৫৭ কোটি টাকা প্রয়োজন। এর মধ্যে অবসর সুবিধা বোর্ডে জমা পড়া ৫৯ হাজার ৮২০টি আবেদনের বিপরীতে প্রয়োজন প্রায় ৭ হাজার ১৭৬ কোটি টাকা। অন্যদিকে কল্যাণ ট্রাস্টে জমা হওয়া ৪৫ হাজার ৮২৪টি আবেদনের বিপরীতে প্রয়োজন প্রায় ২ হাজার ৫৮১ কোটি টাকা। জানা গেছে, শিক্ষকদের অবসর সুবিধার অর্থ পরিশোধে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩ হাজার কোটি টাকার বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শুরুতে অর্থ বিভাগ ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব দিলেও পরে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনের উদ্যোগে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হয়। এর আগে অবসর সুবিধা বোর্ডের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা এবং কল্যাণ ট্রাস্টের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে অর্থ বিভাগে ডিও চিঠি পাঠিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদে বিশেষ অধিবেশন ডাকার সিদ্ধান্ত

দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোট গ্রহণকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদের বিশেষ অধিবেশন আহবান করা হতে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম একাত্তরকে এই তথ্য জানান। চিফ হুইপ জানান, আগামী ২০ আগস্ট নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ওই নির্বাচনের ঠিক দুই-একদিন আগে অধিবেশন আহবান করবেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। তবে এই অধিবেশনটি কি নিয়মিত কার্যক্রমের দিকে যাবে, নাকি নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর পরই মূলতবি ঘোষণা করা হবে—সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।বর্তমানে জাতীয় সংসদের নিয়মিত অধিবেশন বন্ধ রয়েছে এবং সূচি অনুযায়ী পরবর্তী নিয়মিত অধিবেশন বসার কথা সেপ্টেম্বরে। তবে নির্বাচন কমিশনের সময়সীমা ও তফসিল মেনে ভোট গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকায় এ বিশেষ অধিবেশন ডাকতে যাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। এক প্রশ্নের জবাবে চিফ হুইপ জানান, প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ও প্রত্যাহারের পর যদি শেষ পর্যন্ত একক কোনো প্রার্থী থাকেন, তবে সে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দলীয় সিদ্ধান্তের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সরকারি

দলের ভেতর থেকে যেকোনো যোগ্য ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে বিবেচনা হতে পারে।এদিকে একই দিন দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়সূচি ও তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী ২০ আগস্ট দুপুর দুইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত জাতীয় সংসদ ভবনের অধিবেশন কক্ষে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

দেশের সব হাসপাতালে দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা নিশ্চিতে হাইকোর্টের নির্দেশ

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারি করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।বৃহস্পতিবার বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি এবং বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেন রুল আংশিক মঞ্জুর করে এ আদেশ দেন। একই সাথে ২০১৮ সালের সড়ক দুর্ঘটনা আইনের সংশোধন করে সকল দুর্ঘটনার বিষয় নিকটস্থ হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য সংশোধন করে বিধি প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জিসান হায়দার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালকের পক্ষে ছিলেন অ্যাডভোকেট কাজী এরশাদুল আলম। সালাউদ্দিন হাসপাতালের পক্ষে ছিলেন সিনিয়র অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ছিনতাইকারীর হাতে খুলনার সোনাডাঙ্গার মোটর পার্টস ব্যবসায়ী ইব্রাহিম ঢাকার সায়েদাবাদে ছিনতাইকারীর আঘাতে আহত হওয়ার পর নিকটস্থ সালাউদ্দিন হাসপাতালে গেলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে ঢাকা মেডিকেলে তার মৃত্যুর সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে জনস্বার্থে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

শিক্ষার্থীদের ওপর সরাসরি হামলায় কাদের-সাদ্দাম টেলিফোন বার্তা ট্রাইব্যুনালে

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে তৎকালীন শাসকদলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর সরাসরি হামলার নির্দেশনা দেওয়ার একটি ফাঁস হওয়া কল রেকর্ড আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে জমা দিয়েছে প্রসিকিউশন। ২০২৪ সালের ১১ জুলাই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নিষিদ্ধঘোষিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেনকে টেলিফোন করে এ নির্দেশ দেন বলে শুনানিতে জানানো হয়। জমা পড়া ওই অডিও রেকর্ডে ওবায়দুল কাদেরকে সাদ্দাম হোসেনের উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়, 'এদের মারো না কেন? বড়ো হতে দাও কেন?' এর জবাবে সাদ্দাম হোসেন জানান, আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে পুলিশ তাদের মুখোমুখি হতে নিষেধ করেছে।বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এ ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে এই তথ্য ও কল রেকর্ড দাখিল করা হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার এ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয়। বৃহস্পতিবারও টানা দ্বিতীয় দিনের মতো মামলায় যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে প্রসিকিউশন পক্ষ। মামলার অন্য পলাতক আসামিরা হলেন—আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের সভাপতি শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল, ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ওয়ালি আসিফ ইনান। চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি অভিযুক্ত সাত আসামির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর নির্দেশ দেন। গত দুই আগস্ট তদন্ত কর্মকর্তাসহ মোট ২৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর বিচারকাজ যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের পর্যায়ে পৌঁছায়।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

আগস্টের প্রথম ৫ দিনে রেমিট্যান্স ৬০ কোটি ২০ লাখ ডলার

চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম মাসের ধারাবাহিকতায় আগস্টের প্রথম পাঁচ দিনেও প্রবাসী আয়ের উর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ সময় দেশে ৬০ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারের রেমিট্যান্স এসেছে। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৮৩ দশমিক ৭ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যে এ কথা জানানো হয়েছে। এদিকে, ৪ ও ৫ আগস্ট এই দুই দিনেই প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ১৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩ দশমিক ৪৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে যার পরিমাণ ছিল ২ দশমিক ৮০৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৫ আগস্ট পর্যন্ত এক বছরের ব্যবধানে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় পাঠানোর প্রবণতা অব্যাহত থাকায় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ আরও শক্তিশালী হচ্ছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৬.০৮.২০২৬ আসাদ)

BBC

INDIAN JOURNALIST TARUN TEJPAL SENTENCED TO 10 YEARS IN JAIL FOR RAPE

An Indian court has sentenced former Tehelka magazine editor Tarun Tejpal to 10 years in prison for raping a former colleague, overturning his 2021 acquittal in a decade-old case. The Goa bench of the Bombay High Court convicted Tejpal under sections of Indian law

pertaining to rape and sexual harassment. Along with jail terms which run concurrently, the court has also ordered him to pay fines adding up to more than 1mm rupees ($10,500). Tejpal, who has denied the accusations, said before the sentencing that he would file an appeal in the Supreme Court. The allegations against Tejpal, one of India's best-known editors, had made national headlines in 2013. A year before that, thousands of Indians had participated in protests after a brutal gang rape and murder of a woman in Delhi, leading to a larger conversation on sexual violence. (BBC News Web Page: 06/08/26, FARUK)

UKRAINE HITS TWO OIL REFINERIES DEEP IN RUSSIAN TERRITORY

The Russian city of Yaroslavl woke this morning to huge plumes of smoke following a Ukrainian attack on one of the city's oil refineries. Ukrainian President Volodymyr Zelensky later confirmed Ukraine had struck two oil refineries, the second being in Bashkortostan. Yaroslavl's governor said drones attacking the region had been intercepted but that falling debris sparked fires and damaged the refinery's storage tanks. No casualties were reported. The refinery, one of Russia's largest, has been targeted by Ukraine a number of times in recent months as it attempts to disrupt Moscow's war effort. Meanwhile, officials across Ukraine reported various Russian attacks - including on a civilian bus and a ship carrying Ukrainian wheat. In addition to at least 11 deaths, many others have been injured in Ukraine, officials said, while Russia says several people were killed in attacks across the regions of Bryansk, Nizhny Novgorod and Kursk. (BBC News Web Page: 06/08/26, FARUK)

IRAN SAYS DEAL WITH OMAN ON STRAIT OF HORMUZ IS IN FINAL STAGES

Iran says it has reached an agreement with Oman on a route for shipping through the Strait of Hormuz. Foreign ministry spokesman Esmaeil Baghaei did not give any further details on the agreement, which he said was "in the final stages". Baghaei warned, however, that a deal with Oman would not guarantee safe navigation through the strait, arguing security remained impacted by the US blockade of Iran's ports. The US and Oman have not commented on the proposal. Since the US and Israel attacked Iran in February, Tehran has largely blocked the Strait of Hormuz through which about a fifth of the world's oil and liquefied natural gas usually passes. On Tuesday, US President Donald Trump warned that Iran would be "hit very hard" if the strait did not open "very soon".
(BBC News Web Page: 06/08/26, FARUK)

NIGERIAN SECURITY FORCES RESCUE MORE THAN 300 ABDUCTEES

More than 300 people abducted in separate attacks in Nigeria have been rescued, the country's presidency says, in what it describes as the largest single-day operation by joint security forces. The victims were rescued from the Kainji Lake National Park in Niger state in an operation involving the military, police, intelligence unit and the National Counter-Terrorism Centre. Those freed include 163 people abducted during a February attack on the Woro and Nuku communities in Kwara state, where scores were killed. At least 145 others had been taken in Niger state. It is not clear whether any suspects were detained in the operation. The victims were receiving medical care at a military site before being reunited with their families. (BBC News Web Page: 06/08/26, FARUK)

EX-LEADER HASINA GAMBLES ON RETURN TO BANGLADESH DESPITE DEATH PENALTY

Former Bangladeshi prime minister Sheikh Hasina has vowed to return to her country in December, despite facing the death penalty there for crimes against humanity. Hasina, who denies the charges, was tried in absentia after fleeing to India during an anti-government uprising in 2024. On the second anniversary of being ousted, Hasina said in an audio broadcast to a crowded press club in Delhi that she "had to go back", but wouldn't announce her exact plans or dates yet. Her Awami League party has been falling apart and Indian officials have been facing pressure to extradite her after a special tribunal in Dhaka sentenced her to death last year for ordering lethal force to be used on protesters. Hasina's virtual meeting with reporters at the Foreign Correspondents Club in Delhi was her first meeting with the media since she was toppled after 15 years in power. She delivered a speech over an audio link and then took a handful of questions. "I know that they may put me in jail or they may kill me, anything may happen, but still I have to go back," she said. In the address she alleged that several organizations had turned the 2024 student protests into a "violent movement", without providing any evidence. She has always rejected the charges on which she was convicted as politically motivated. But UN investigators found evidence

that she and her government tried to cling to power using systematic, deadly violence. In audio of one phone call verified by BBC Eye, Hasina was heard authorizing the deadly crackdown on demonstrators. Prosecutors used the recording as crucial evidence in convicting her. The UN estimates up to 1,400 people were killed, most by gunfire from security forces, during the protests, which started as a student-led movement against quotas in government jobs and turned into a mass uprising. The 78-year-old fled Dhaka as tens of thousands of demonstrators held protests and stormed government buildings, including her official residence, plunging the country of more than 170 million into crisis. Soon after she was toppled, an interim government took charge.

The Bangladesh Nationalist Party came to power after elections in February this year, with its leader Tarique Rahman now prime minister. His government had already warned local media not to publish or broadcast Hasina's comments. After her address, it said it was "outraged" India had allowed her to take part in a public meeting with the media. "Our people have firmly resolved that our nation will never again go back to the dark days of fascism and that Bangladesh will never be a client state," a foreign ministry statement said. Hasina's presence in Delhi has strained relations with Bangladesh, which wants her extradited, a request India says it's examining. A return by Hasina to Dhaka, if it happens, is likely to have repercussions, including political unrest. "It's a huge risk for her personally. If she does go back to Bangladesh, she will immediately be arrested," says David Bergman, an analyst based in Dhaka. It's likely that supporters of the ruling BNP, as well as the party of the students, the National Citizens Party, Islamists and others could hold rallies demanding that her sentence be carried out. But the stakes are also high for the Awami League, if she does not return. The activities of the party were banned soon after she fled the country and it was not allowed to contest the February general election. Awami League leaders allege that hundreds of supporters have been killed in mob violence and dozens have died in the custody of security forces. Dhaka officials reject accusations that Awami League supporters are being systematically targeted. "If Ms Hasina doesn't go back, the violence will continue and they will exterminate the Awami League," Mohammad Ali Arafat, a former minister in Ms Hasina's cabinet, who is also overseas, told the BBC. There has been growing discontent among a section of her party that many top leaders had fled the country while leaving mid-level leaders and supporters vulnerable to attacks. "It must be to do with the recognition that if Ms Hasina is going to have any relevance to Bangladesh politics in the future, she's got to go back to Bangladesh and face it," David Bergman says.

(BBC News Web Page: 06/08/26, FARUK)

::--::THE END::--::